বাংলাদেশের চামড়ার সাপ্লাই চেইন

কাঁচা চামড়ার গুণগতমান ও মূল্য নিশ্চিতকরণ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

তামিম আহমেদ

আতিকুজ্জামান সাজিদ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

Centre for Policy Dialogue (CPD)

সার্বিক সহযোগিতায়

লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন

বাংলাদেশের চামড়ার সাপ্লাই চেইন
কাঁচা চামড়ার গুণগতমান ও মূল্য নিশ্চিতকরণ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
তামিম আহমেদ
আতিকুজ্জামান সাজিদ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

সার্বিক সহযোগিতায়

লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২৫

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই রিপোর্টে প্রকাশিত তত্ত্ব, তথ্য একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
মোঃ সাইফুল হাসান

সম্পাদনা
এইচ এম আল ইমরান খান

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

সারাংশ

বাংলাদেশের চামড়া খাত মূলত কাঁচা চামড়ার গুণগত মান ও দামের উপর নির্ভরশীল, যার একটি বড় অংশ ঈদ-উল-আযহার সময় সংগৃহীত হয়। রপ্তানি সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল দীর্ঘদিন ধরে নানা অব্যবস্থাপনা, অনভিজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। এই গবেষণায় ঈদ-উল-আযহা ২০২৫-এর প্রেক্ষাপটে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমীক্ষা, মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণ , ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং কী ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ'র (KII) মাধ্যমে চামড়ার গুণগত মানের অবনতি, দামের অস্থিরতা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায় যে, অনুপযুক্ত জবাই প্রক্রিয়া (মাত্র ৪.৮% গরু পেশাদার কসাই দ্বারা কোরবানি করা হয়েছে এবং ২১% গরু কোরবানিদাতার দ্বারা ফ্লে-কাটের শিকার হয়েছে), সঠিক সংরক্ষণ ও পরিবহনের অভাব (৪৬% কোরবানিদাতা চামড়া সংগ্রহের পর খোলা স্থানে রেখে দিয়েছেন; মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৩৭% এবং মৌসুমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৮৩% লবণ প্রয়োগ ছাড়াই চামড়া বিক্রি করেছেন)। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির দুর্বলতা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের সুযোগসন্ধানী মনোভাব সম্মিলিতভাবে কাঁচা চামড়ার মান ও মূল্য হ্রাস করছে। পরিশেষে, গবেষণাটি প্রশিক্ষণ, সংরক্ষণ অবকাঠামোয় বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক তদারকি জোরদার করার সুপারিশ করেছে, যাতে বাংলাদেশের চামড়া খাতে টেকসই মূল্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

স্বীকৃতি

এই গবেষণাকর্মে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা *মেজর (অব.) মির্জা আনোয়ারুল কবীর*-এর প্রতি, যিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন এবং লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে তাঁদের সর্বাত্মক সহায়তার জন্য।

গবেষণার কী-ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং জরিপে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে। তাঁদের মূল্যবান সময়, অভিজ্ঞতা এবং মতামত এই গবেষণাকে সম্পূর্ণ করতে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে।

এছাড়া ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিপিডি'র ডায়লগ এন্ড কমিউনিকেশন ডিভিশনকে, বিশেষ করে *অভ্র ভট্টাচার্য*, এডিশনাল ডাইরেক্টর, ডায়লগ এন্ড কমিউনিকেশন, সিপিডি, এবং *এইচ এম আল ইমরান খান*, পাবলিকেশন এসোসিয়েট, সিপিডি, যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।

সূচি

সারাংশ	*তিন*
স্বীকৃতি	*চার*
১. ভূমিকা	১
২. গবেষণার উদ্দেশ্য	২
৩. বিগত বছরগুলোতে কাঁচা চামড়ার বাজার	২
৪. গবেষণা পদ্ধতি	৩
৫. চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) শনাক্তকরণ	৪
৬. গবাদিপশু উৎপাদন ও চামড়া শিল্পের সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ	৯
৭. কাঁচা চামড়ার সরবারহ চেইনের গুণগত মান ব্যবস্থপনা পর্যালোচনা	১০
৮. কাঁচা চামড়ার মুল্যের প্রভাবক বিশ্লেষণ	১৬
৯. চামড়ার বাজার বিশ্লেষণ	২১
১০. উপসংহার ও সুপারিশমালা	২৫
সুপারিশমালা	২৭
তথ্যসূত্র	৩৩

টেবিলসমূহ

টেবিল ১	:	সরকার প্রদত্ত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গবাদিপশুর উৎপাদন সংখ্যা	৭
টেবিল ২	:	সরকার প্রদত্ত ঈদ-উল-আযহায় কোরবানি দেওয়া ও প্রস্তুত পশুর সংখ্যা (২০২১-২০২৫)	৯
টেবিল ৩	:	কোরবানির পশু জবাইকারী ব্যক্তির শ্রেণিভিত্তিক শতকরা হার	১১
টেবিল ৪	:	কোরবানির পশু জবাইয়ের স্থানভিত্তিক শতকরা হার	১২
টেবিল ৫	:	সংগ্রহের পর কাঁচা চামড়া খোলা জায়গায় সংরক্ষণের প্রবণতা	১৩
টেবিল ৬	:	চামড়ায় লবণ প্রয়োগ না করার প্রবণতা	১৩

টেবিল ৭ : সময়ের পার্থ্যক্য পশু কোরবানির ও ট্যানারির লবণ প্রয়োগের সময়ের মধ্যে ১৪
টেবিল ৮ : ট্যানারি কর্তৃক ২০২৫ ঈদ মৌসুমে প্রাপ্ত চামড়ার মান ১৬
টেবিল ৯ : ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চামড়ার মান ভেদে মূল্য ১৬
টেবিল ১০ : ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চামড়ার বিভিন্ন স্তরে কাঁচা চামড়ার মূল্য ১৭
টেবিল ১১ : ২০২৫ ঈদ মৌসুমে ট্যানারি কর্তৃক চামড়া সংগ্রহের উৎস ১৮
টেবিল ১২ : ২০২৫ ঈদ মৌসুমে ট্যানারি কর্তৃক চামড়া ক্রয়ের পদ্ধতি ১৮
টেবিল ১৩ : ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চাঁদাবাজির অভিযোগ ১৯
টেবিল ১৪ : চামড়ার বিকল্প ব্যবহার ২৪

চিত্রসমূহ

চিত্র ১ : কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) ৫
চিত্র ২ : চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি ২০
চিত্র ৩ : কৃত্রিম চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি ২০
চিত্র ৪ : চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক আমদানি ২১
চিত্র ৫ : বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানি ২২
চিত্র ৬ : বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি (বৈশ্বিক বাজারে অংশীদারিত্ব %) ২২
চিত্র ৭ : বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া ও চামড়া আমদানি ২৩

১. ভূমিকা

অন্য যেকোনো পণ্যের মতো, কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণে এর গুণগত মানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কাঁচা চামড়া পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ চামড়ার গুণগত মান বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে, বাংলাদেশে কাঁচা চামড়া সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি চামড়া সংগ্রহ ও সরবরাহ শৃঙ্খলের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে কাঁচা চামড়া সংগ্রাহক, পাইকার এবং ট্যানারসহ অন্যান্য চামড়ার সরবরাহ চেইন বা শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত অংশীজন প্রায়ই প্রত্যাশিত ও যথাযথ মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলে একাধিক ধাপ রয়েছে। এই ধাপগুলোর মধ্যে রয়েছে পশুর যত্ন নেওয়া, এরপর জবাই, চামড়া ছাড়ানো, সংরক্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত ট্যানারির কাছে সরাসরি অথবা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বিক্রয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলাদেশে চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা, তদারকি এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে চামড়ার গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং কাঁচা চামড়ার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বিশেষ করে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহার সময় বাংলাদেশে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহার সময় মাত্র তিন থেকে চার দিনের মধ্যে প্রায় এক কোটি পশু জবাই হয় (Prothom Alo, 2025)। এই সময়ে সংগৃহীত কাঁচা চামড়া দেশের বার্ষিক চাহিদার প্রায় অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পূরণ করে থাকে। ফলে, এই স্বল্পকালীন সময়ে চামড়া সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে এক ধরনের জটিল এবং সংকটময় সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে ওঠে এবং কাঁচা চামড়ার দামে অস্বাভাবিক ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়।

সরবরাহ শৃঙ্খলের একাধিক পর্যায়ে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা চামড়ার দামে পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। যথাযথভাবে লবণ প্রয়োগসহ সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাঁচা চামড়া দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায়। এতে করে একদিকে বিক্রেতারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন, অপরদিকে ক্রেতারাও মানসম্পন্ন চামড়া সংগ্রহ করতে পারেন না। একই সঙ্গে, ঈদের সময় অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিপুল সংখ্যক পশু জবাইয়ের কারণে দক্ষ কসাইয়ের ঘাটতি প্রকট হয়ে ওঠে। এই ঘাটতি পূরণে সাধারণত অদক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবীরা জবাইয়ের কাজে নিয়োজিত হন, যার ফলে চামড়ায় কাটা দাগ পরা, ছিঁড়ে যাওয়া বা অন্যান্য ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এসব ত্রুটি চামড়ার গুণগত মানকে হ্রাস করে এবং শেষ পর্যন্ত বাজারমূল্যও কমিয়ে দেয়। ফলে, সমগ্র সরবরাহ শৃঙ্খলে এই সব অব্যবস্থাপনাগুলো একত্রে মূল্যহ্রাসের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যদিও প্রক্রিয়াগত অব্যবস্থাপনা কাঁচা চামড়ার গুণগতমান ও মূল্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে, তা এককভাবে ঈদ-উল-আযহার সময় বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চামড়ার দামের নাটকীয় পতনকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা নাও করতে পারে। অভিযোগ রয়েছে, সরবরাহ শৃঙ্খলের মধ্যস্থকারীরা বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; তারা চামড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে বিক্রেতাদের ন্যূনতম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করে, এবং পরে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ট্যানারিতে বিক্রি করে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেট পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে, মধ্যস্থকারীরা তা অস্বীকার করে দাবি করেন যে, ট্যানারি মালিকদের বকেয়া পরিশোধ না করার কারণেই বাজারে এই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারাই মূলত এই সংকটের জন্য দায়ী।

এই প্রেক্ষাপটে, এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়— ঈদ-উল-আযহার সময় কাঁচা চামড়ার দামের এই তীব্র পতন ও অস্থিরতার আসল চালিকা শক্তি কী? কেবলমাত্র সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, যেমন অপর্যাপ্ত সংরক্ষণব্যবস্থা, অদক্ষ কসাই কিংবা পরিবহন-পরিকাঠামোর দুর্বলতাই কি এর জন্য দায়ী, না কি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে? এই গবেষণাটিতে ঈদ-উল-আযহা ২০২৫-এ কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কাঁচা চামড়ার সরবরাহ চেইন পর্যালোচনা করা এবং এই চেইনের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা;
খ) বিশেষ করে ঈদ-উল-আযহার সময় কাঁচা চামড়ার গুণগত মান ও দামের পতনের পেছনে কার্যকরী কারণসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা;
গ) কাঁচা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের দামের গঠন ও গুণগত মান নির্ধারণে সরবরাহ চেইনের বিভিন্ন অংশীজন—যেমন মধ্যস্থতাকারী, ট্যানারি মালিক এবং বিক্রেতাদের ভূমিকাগুলো বিশ্লেষণ করা;
ঘ) কাঁচা চামড়ার সরবরাহ চেইনে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতাগুলো মোকাবেলার জন্য প্রয়োগযোগ্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. বিগত বছরগুলোতে কাঁচা চামড়ার বাজার

ঈদ-উল-আযহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য মূল্যায়ন করতে হলে বিগত কয়েক বছরের দাম পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। আমরা যদি ২০১০ সালে ফিরে তাকাই, দেখা যাবে যে তখন কাঁচা চামড়ার বাজার ছিল প্রাণবন্ত। বাংলাদেশ ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার পাইকারি মূল্য ৫৫ থেকে ৬০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা নির্ধারণ করেছিল। তবে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা এই নির্ধারিত দামের চেয়ে ২০ থেকে ৩০ টাকা বেশি আয় করেছিল (আক্তার, ২০১০)।

আবার, ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে দরপতনের কারণে দাম নির্ধারণ করা হয়নি (সাহা, ২০১১)। সেই সাথে, ২০১২ সালে কাঁচা চামড়ার চাহিদা কমতে থাকে, যা ওই বছরের দামে প্রতিফলিত হয়। সেই বছর গরুর চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট ৩০-৪০ টাকা এবং খাসির চামড়ার জন্য ৩০-৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয় (উদ্দিন, ২০১২)।

চামড়ার দাম ২০১৩ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যখন ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম ৮৫-৯০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৭৫-৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয় (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০১৩)। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে এই দাম কমে ঢাকায় ৭০-৭৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৬০-৬৫ টাকায় নামিয়ে আনা হয় (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০১৪)।

ঢাকায়, ২০১৯ সালে, সরকার প্রতি বর্গফুট লবণ মেশানো গরু ও মহিষের চামড়ার দাম ৪৫-৫০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৫-৪০ টাকা নির্ধারণ করে (এস. ও. রিপোর্ট, ২০১৯)। আবার, ২০২১ সালে লবণ মেশানো গরুর চামড়ার দাম ঢাকায় ৪০-৪৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৩-৩৭ টাকা নির্ধারণ করা হয় (এস. ডি. রিপোর্ট, ২০২১)। সময়ের সাথে সাথে ২০২৩ সালে এই দাম বেড়ে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৫০-৫৫ টাকা এবং দেশের অন্যান্য স্থানে ৪৫-৪৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ঈদ-উল-আযহা ২০২৪-এ এই দাম আরও বাড়িয়ে ঢাকায় ৫৫-৬০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৫০-৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

চলতি বছর (২০২৫)-এ লবণ মেশানো গরুর চামড়ার দাম ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৬০-৬৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৫৫-৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় এই দাম সংক্রান্ত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় কাঁচা চামড়ার সরবরাহ চেইন, মূল্য এবং বৈশ্বিক বাজার গতিপথ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য একটি মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ছিল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর জন্য কোরবানি ঈদের সময় বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা — ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নাটোর এবং ময়মনসিংহে একটি জরিপ (প্রতি জেলায় একটি করে) পরিচালনা করা হয়। এই জরিপে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলের সাথে সরাসরি যুক্ত ৭৬৮ জন অংশীজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিনিধি, স্থানীয় মৌসুমি ব্যবসায়ী, ব্যাপারী, আড়তদার এবং ট্যানারি মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে চামড়ার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং মূল্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা।

পাশাপাশি, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে, যার মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী গবেষণা প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট, সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়সমূহের প্রকাশিত তথ্য এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সংক্রান্ত ডেটাবেস।

এই গবেষণার গুণগত দিক আরও সমৃদ্ধ করতে বেশ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁচা চামড়া খাতের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ট্যানারি মালিক, শিক্ষাবিদ, সরকারি প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে কাঁচা চামড়া শিল্পে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে। উপরন্তু, কী ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) এর মাধ্যমে খাত-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান মতামত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও, কোরবানির সময় মাঠপর্যায়ে কাঁচা চামড়া রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং বাজার মূল্যের বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য ফিল্ড ভিজিটও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের একটি স্বীকৃত সমস্যা হলো এলডব্লিউজি (Leather Working Group) সনদের অভাবে রপ্তানি বাজার ধরতে না পারা এবং স্বল্প মূল্যে পণ্য রপ্তানি করা। তবে, এই গবেষণায় উল্লিখিত সমস্যাটিকে স্বীকার করে নিয়ে মূলত সরবরাহ শৃঙ্খল-জনিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার ওপর জোর দেওয়া

হয়েছে। এই গবেষণার অনুসন্ধান প্রধানত গরুর চামড়া কেন্দ্রিক। গবেষণার জন্য পরিচালিত জরিপগুলো সম্পূর্ণরূপে উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ, কিছু সংবেদনশীল তথ্যের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত ধারণার প্রভাব (পার্সেপশনাল বায়াসনেস) থাকতে পারে।

৫. চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) শনাক্তকরণ

প্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইন) অংশীজনের সংখ্যা স্থান ও সময়কাল অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কিছু অংশীজনের অস্তিত্ব মৌসুমভিত্তিক (কেবলমাত্র ঈদকালীন সময়ে), আবার কিছু অংশীজনের উপস্থিতি কেবল নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতেই দেখা যায়। এই গবেষণায় চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলে জড়িত সর্বমোট নয়টি ভিন্ন অংশীজনকে শনাক্ত করা হয়েছে (চিত্র ১)। এ অংশীজনরা বাংলাদেশের পশুচামড়ার, বিশেষ করে গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য ও গুণমান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চামড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়াতে আনুষ্ঠানিকতার অভাব রয়েছে, যার কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও সমস্যা হয় এবং পুরো সাপ্লাই চেইন ঝুঁকির মুখে পড়ে।

৫.১ গবাদিপশু পালনকারী

গবাদিপশু পালনকারীরা হলেন সেই সকল ব্যক্তি বা খামারি যারা গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি পশু লালন-পালন করেন এবং বাজারে বিক্রি করেন। গবাদিপশু পালনকারীরা সারাবছরই গবাদিপশু বাজারে বিক্রি করে থাকেন বিশেষ করে কসাইদের কাছে, যারা মূলত মাংস বিক্রির করে ব্যবসা করে থাকেন। তবে গবাদিপশু পালনকারীরা মূলত ঈদ-উল-আযহার সময়ই সর্বোচ্চ সংখ্যক গবাদিপশু কোরবানিদাতাদের কাছে সারাদেশে বিক্রি করে থাকেন। সর্বশেষ অর্থবছর ২০২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সর্বোমোট গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ৫৭৬ লক্ষ যার মধ্যে ছাগল ও গরুর সংখ্যাই বেশি, অনুপাত যথাক্রমে ৪৭.১% ও ৪৩.৫% (Department of Livestock Services, 2024)। চামড়া শিল্পের দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে, গবাদিপশু পালনকারীরা চামড়া শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলের (সাপ্লাই চেইন) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বা। গরু ও ছাগলের চামড়াই মূলত বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। পশুদের সুস্থ ও পরিচ্ছন্নভাবে পালন, উন্নতমানের খাদ্য প্রদান এবং আঘাতমুক্তভাবে যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে উন্নত মানের এবং উচ্চমূল্যের চামড়া পাওয়া সম্ভব।

৫.২ কসাই

কসাইরা মূলত পশু জবাইয়ের মাধ্যমে মাংস সংগ্রহ ও বিক্রি করেন। মাংসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত চামড়া তারা সারা বছর জুড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চামড়া ক্রয় প্রতিনিধিদের (যেমন: ফরিয়া, ব্যাপারি বা আড়তদার প্রতিনিধি) কাছে বিক্রি করে থাকেন। ঈদ মৌসুমে কসাইদের প্রধান ভূমিকা সাধারণত গরু জবাই এবং মাংস কাটার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে। উন্নত মানের ও উচ্চমূল্যের চামড়া প্রাপ্তিতে কসাইদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কোরবানির ঈদের সময়, যখন স্বল্প সময়ে লক্ষাধিক পশুর জবাই এবং মাংস কাটার প্রয়োজন হয়। মনে রাখা জরুরি, গরু জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর পদ্ধতি সঠিক না হলে চামড়ার গুণমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি ভালো মানের চামড়াও যদি ত্রুটিপূর্ণভাবে কাটা হয়, তাহলে সেটি তার মূল্য হারাতে পারে, এমনকি বিক্রি না হওয়ায় ফেলে দিতেও হতে পারে।

চিত্র ১: কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন)

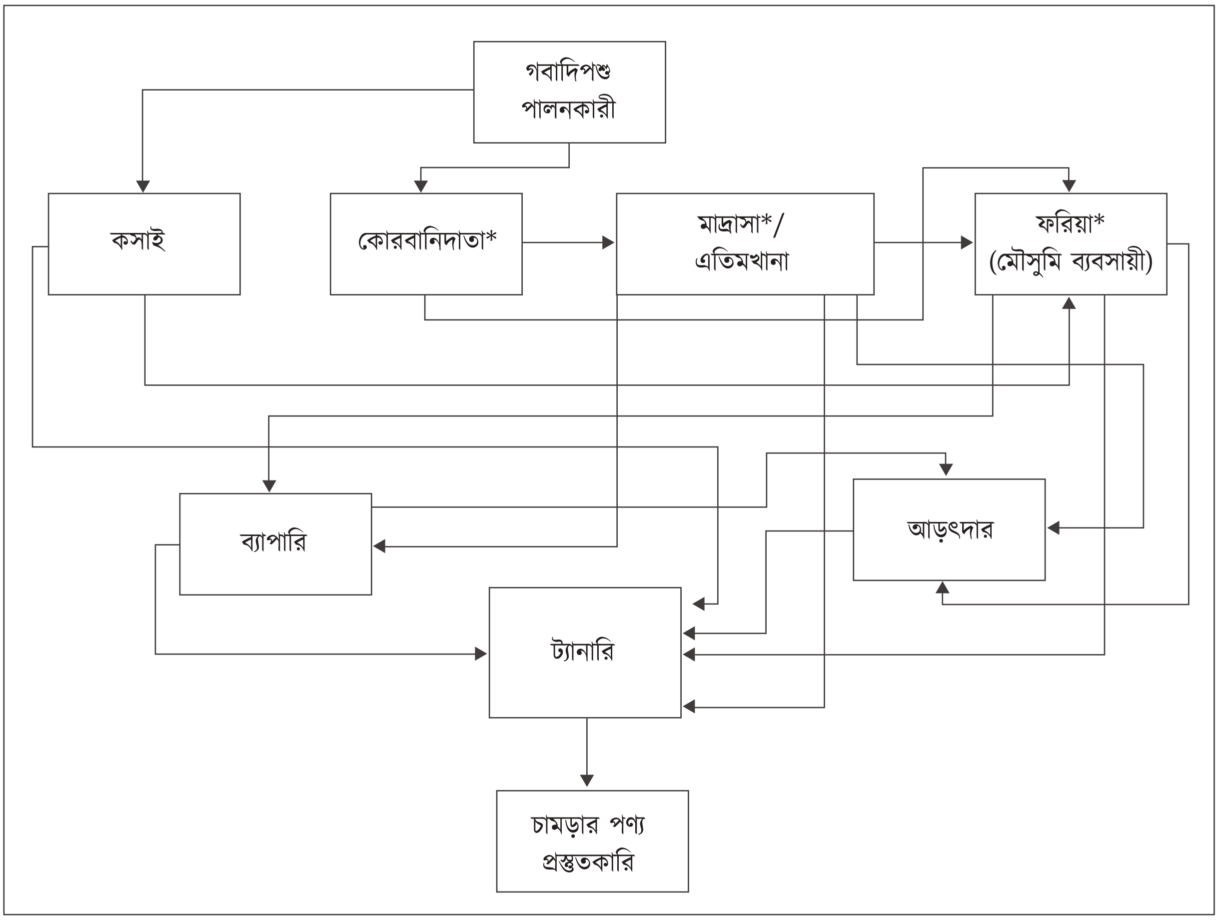

উৎস্য: লেখকদের নিজস্ব চিত্রায়ণ।

*তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিগণ মূলত কোরবানীর সময় সক্রিয় থাকেন।

৫.৩ কোরবানিদাতা

কোরবানিদাতা হলেন ঈদ-উল-আযহার সময় পশু কোরবানি দেওয়া ব্যক্তি বা পরিবার। কোরবানিদাতার ভূমিকা মৌসুমি হলেও বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইন) গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কোরবানির ঈদের সময় বিপুল পরিমাণ গরু ও ছাগল জবাই হয়, ফলে একসঙ্গে বিরাট পরিমাণ চামড়া বাজারে আসে। কোরবানিদাতারা যদি চামড়া সঠিকভাবে সংরক্ষণে সচেতন না হন (যেমন: লবণ না দেওয়া, দেরিতে সংগ্রহ), তবে চামড়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার প্রভাব পুরো চামড়া শিল্পে পড়ার ঝুঁকি থাকে। অধিকাংশ কোরবানিদাতা তাদের পশুর চামড়া মাদ্রাসা, এতিমখানা বা অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেন। কিছু কোরবানিদাতা ফরিয়া কিংবা মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছে চামড়া বিক্রিও করে থাকেন।

৫.৪ মাদ্রাসা/এতিমখানা

ঈদ মৌসুমে প্রাপ্ত কাঁচা চামড়ার একটি বড় অংশ মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দান করা হয়ে থাকে। এই গবেষণার জন্য পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ঈদ-উল-আযহায় ৮৭ শতাংশ কোরবানিদাতা

তাদের কোরবানির পশুর চামড়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দান করেছেন। মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো সাধারণত স্থানীয় ফরিয়া, ব্যাপারি বা আড়তদারদের কাছে চামড়া বিক্রি করে। এসব মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমেই চামড়াগুলো পরবর্তীতে ট্যানারিতে পৌঁছায়। ফলে মাদ্রাসা ও এতিমখানার মৌসুমি হলেও চামড়া শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দ্রুত চামড়া হস্তান্তর কিংবা লবণ দিয়ে সংরক্ষণের মাধ্যমে মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো কাঁচা চামড়ার গুণমান রক্ষা ও অপচয় রোধে ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.৫ ফরিয়া (মৌসুমি ব্যবসায়ী)

ফরিয়া সাধারণত মৌসুমি চামড়া সংগ্রাহক, যারা মূলত ঈদকালীন সময়ে কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা কিংবা কসাইয়ের কাছ থেকে চামড়া সংগ্রহ করেন। তারা সাধারণত ছোট পরিসরে, বিশেষত গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে, ঈদকালীন ব্যবসায় যুক্ত থাকেন। বছরের অন্যান্য সময়ে ফরিয়ারা বিভিন্ন পেশা বা ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন। চামড়া সংগ্রহ করে ফরিয়ারা তা বিক্রি করেন ব্যাপারী কিংবা আড়তদারদের কাছে। কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা কিংবা কসাইয়ের কাছ থেকে চামড়া ক্রয়ের মাধ্যমে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইনে) সর্বপ্রথম মূল্য নির্ধারণের কাজটি মূলত ফরিয়াদের হাতেই হয়ে থাকে। ফলে, ঈদকালীন সময়ে চামড়ার দামে উপর ফরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে। এছাড়া, চামড়ার গুণমান রক্ষাতেও ফরিয়াদের ভূমিকা রয়েছে। সঠিক সময়ে চামড়া বিক্রি, বিলম্ব বিক্রির ক্ষেত্রে যথাযথ লবণ দিয়ে চামড়ার গুনমান ধরে রাখার সুযোগ থাকে ফরিয়াদের কাছে।

৫.৬ ব্যাপারী

কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইনে) অন্যতম মধ্যস্বত্বভোগী (মিডলম্যান) হলেন ব্যাপারীরা, যারা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিক্রয়ের কাজে যুক্ত থাকেন। ব্যাপারীদের ব্যবসা সারা বছর ধরেই চলমান থাকে। তারা চামড়া সংগ্রহের পর সাধারণত তা সংরক্ষণ করে মৌসুমে বা সুবিধাজনক সময়ে আড়তদার কিংবা সরাসরি ট্যানারির কাছে বিক্রি করেন। ব্যাপারীরা মূলত মফস্বল শহর এবং বড় হাটবাজারকেন্দ্রিক এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন। চামড়ার দাম ও মান নির্ধারণে ব্যাপারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফরিয়া কিংবা স্থানীয় সংগ্রাহকদের কাছ থেকে চামড়া কেনার সময় তারা যে মূল্য নির্ধারণ করেন, সেটিই পরোক্ষভাবে বাজারদরের উপর প্রভাব ফেলে। চামড়া সংরক্ষণের সক্ষমতা থাকায়, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাপারীরা মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানোর সামর্থ্য রাখেন। এছাড়া, ট্যানারির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কারণে স্থানীয় বাজারে দর কষাকষিতেও তারা প্রভাবশালী অবস্থানে থাকেন। ফলে ব্যাপারীরা কাঁচা চামড়ার সাপ্লাই চেইনে কেবল মধ্যস্বত্বভোগী নন, বরং মূল্য ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫.৭ আড়তদার

আড়তদাররা মূলত বড় পরিসরে এবং জেলা শহরগুলোতে চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। তারা ফরিয়া ও ব্যাপারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে তা ট্যানারির কাছে বিক্রি করেন। আড়তদাররা নিজস্ব আড়তের মাধ্যমে চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মান যাচাই ও প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। ব্যাপারীদের মতই, আড়তদাররা শুধুমাত্র ব্যবসার মধ্যস্থতাকারী নন, বরং কাঁচা চামড়ার বাজারমূল্য নির্ধারণেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ চামড়া জমা

টেবিল ১: সরকার প্রদত্ত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গবাদিপশুর উৎপাদন সংখ্যা (লক্ষ সংখ্যা)

প্রাণীর নাম	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
গরু	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৮৫	২৩৯.৩৫	২৪০.৮৬	২৪২.৩৮	২৪৩.৯১	২৪৫.৪৫	২৪৭	২৪৮.৫৬	২৫০.১৩
মহিষ	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৮	১৪.৭৯	১৪.৮৬	১৪.৯৩	১৫.০	১৫.০৮	১৫.১৬	১৫.২৪
ভেড়া	৩২.০৬	৩২.৭	৩৩.৩৫	৩৪.০১	৩৪.৬৮	৩৫.৩৭	৩৬.০৭	৩৬.৭৯	৩৭.৫২	৩৮.২৭	৩৯.০৩
ছাগল	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৫৯.৩১	২৬১	২৬২.৬৭	২৬৪.৩৫	২৬৬.০৪	২৬৭.৭৪	২৬৯.৪৫	২৭১.১৭
মোট	**৫৩৫.৯**	**৫৩৯.৭২**	**৫৪৩.৫৭**	**৫৪৭.৪৫**	**৫৫১.৩৩**	**৫৫৫.২৮**	**৫৫৯.২৬**	**৫৬৩.২৮**	**৫৬৭.৩৪**	**৫৭১.৪৩**	**৫৭৫.৫৭**

উৎসঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

হয় এবং তারা ট্যানারির চাহিদা ও মূল্য ধারণার ভিত্তিতে দাম নির্ধারণে প্রভাব ফেলেন। অনেক সময় ট্যানারি মালিকদের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি বা বোঝাপড়া অনুযায়ী আড়তদাররা চামড়া সরবরাহ করে থাকেন।

৫.৮ ট্যানারি

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হলো ট্যানারি। এখানে মূলত কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট চামড়া এবং ফিনিশড চামড়া তৈরি করা হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত পণ্য যেমন, জুতা, ব্যাগ, বেল্ট ও পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেশের চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা চামড়ার সিংহভাগ প্রক্রিয়াজাত হয় বিসিক চামড়া শিল্প নগরীতে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান ট্যানারি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১২৭ টি ট্যানারি এখানে বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে (Moazzem & Jebunessa, 2024)। তবে ঢাকার বাহিরেও বেশ কিছু জেলায় (যেমন, চট্টগ্রাম এবং খুলনা) ট্যানারি স্থাপিত রয়েছে। ট্যানারিগুলো কাঁচা চামড়ার গুণগত মান, আকার, সংরক্ষণের অবস্থা এবং মৌসুম অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করে থাকে। এসব চামড়া তারা সংগ্রহ করে মূলত আড়তদার, ব্যাপারি এবং মাঝেমধ্যে সরাসরি ফরিয়াদের কাছ থেকে। সরবরাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতে অনেক সময় ট্যানারিগুলোর সঙ্গে আড়তদারদের চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কও থাকে। ঈদ-উল-আযহার সময়ে বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মৌসুম অতিক্রম করে, কারণ এই কয়েকদিনেই দেশের বার্ষিক মোট কাঁচা চামড়ার প্রায় ৫০–৬০% সংগ্রহ করা হয় (Molin, 2025)। কোরবানির পশু জবাইয়ের পর বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া বাজারে আসে, যা দ্রুত প্রক্রিয়াজাত না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে ট্যানারিগুলোকে পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে লবণ, শ্রমশক্তি, পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখে। ট্যানারিরা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাও বিবেচনায় নিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, কাঁচা চামড়াকে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত শিল্পজাত পণ্যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ট্যানারিগুলো সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্যতম চালিকাশক্তি ।

৫.৯ চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারি

চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারিরা মূলত ট্যানারি থেকে ফিনিশড চামড়া সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করে নানা ধরনের ভোক্তাপণ্য তৈরি করেন, যেমন: জুতা, স্যান্ডেল, ব্যাগ, বেল্ট, মানিব্যাগ (ওয়ালেট), জ্যাকেট, গ্লাভস, ফুটওয়্যার উপাদান ইত্যাদি। অতএব, চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারিরা চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনের গুরুত্বপূর্ণ ও শেষ ধাপ, যারা কাঁচামালকে চূড়ান্ত ভোক্তা পণ্যে রূপান্তর করে দেশি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করেন।

৫.১০ চামড়ার সাপ্লাই চেইনে পর্যালোচনা

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সাপ্লাই চেইনে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো একটি বড় বাধা, যা চামড়ার গুণগত মান ও মূল্য নির্ধারণে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। কোরবানি ঈদের সময় অপরিকল্পিত জবাই ও ভুল সংরক্ষণের কারণে প্রচুর চামড়া নষ্ট হয়, যার ফলে গুণগত মান কমে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ট্রেসযোগ্যতার (traceability) অভাবে ট্যানারিগুলো মানসম্মত চামড়া সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, যার ফলে রপ্তানি আয় কমিয়ে দেয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এছাড়া, সরকারি নীতিমালা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে হলে চামড়া সংগ্রহ থেকে শুরু করে ট্যানারি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে আনুষ্ঠানিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৬. গবাদিপশু উৎপাদন ও চামড়া শিল্পের সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো দেশের অভ্যন্তরীণ গবাদিপশুর বিপুল উৎপাদন এবং এর থেকে প্রাপ্ত কাঁচা চামড়ার ধারাবাহিক সরবরাহ। দেশীয় উৎস থেকে কাঁচা চামড়ার প্রাপ্যতা উচ্চ হওয়ায়, বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। এতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের খরচ এবং সময় উভয়ই সাশ্রয় হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে বাংলাদেশে গবাদিপশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গরুর সংখ্যা ছিল ২৩৪.৮৮ লাখ, যা ২০২৩–২৪ অর্থবছরে বেড়ে ২৫০.১৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে ভেড়ার সংখ্যা ৩২.০৬ লাখ থেকে বেড়ে ৩৯.০৩ লাখ হয়েছে। মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৩৫.৯ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছরে ৫৭৫.৫৭ লাখে পৌঁছেছে।

টেবিল ২: সরকার প্রদত্ত ঈদ-উল-আযহায় কোরবানি দেওয়া ও প্রস্তুত পশুর সংখ্যা (২০২১–২০২৫)

শ্রেণী	**২০২১**	**২০২২**	**২০২৩**	**২০২৪**	**২০২৫**
গরু ও মহিষ	৪০,৫৩,৬৭৯	৪৬,২৯,৪৩৬	৪৬,৮৮,৯৩৫	৪৮,৭৯,৭৭৭	৪৭,০৫,১০৬
ছাগল ও ভেড়া	৫০,৩৮,৮৪৮	৫৩,২০,৯২০	৫৩,৫১৬৩৫	৫৫,২৭,৮৬৮	৫৫,২৭,৮৬৮
অন্যান্য	৭১৫	৪০৭	১২৪২	১২৭৩	৯৬০
মোট কোরবানি দেওয়া প্রাণী	৯০,৯৩,২৪২	৯৯,৫০,৭৬৩	১,০০,৪১,৮১২	১,০৪,০৮,৯১৮	৯১,৩৬,৭৩৪
কোরবানির জন্য প্রস্তুত প্রাণী	১,১৯,১৬,৭৬৫	১,১৯,১৬,৭৬৫	১,২৫,৩৬,৩৩৩	১,২৯,৮০,৩৬৭	১,২৯,৮০,৩৬৭

উৎসঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

যদিও এই প্রবৃদ্ধি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নতির ইঙ্গিত দেয়, তবুও পরিসংখ্যানের যথার্থতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এই বিষয়ে পরিচালিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে (এফজিডি) অংশগ্রহণকারী অংশীজনরা তাদের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একমত হন যে, মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্য ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। তাদের মতে, গবাদিপশুর সংখ্যা কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হতে পারে।

আবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় বাংলাদেশে কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যাও স্ট্রাটিফাইড স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে অনুমান করে প্রকাশ করে। তাদের তথ্য অনুসারে, ২০২১ সালে ৯০.৯৩ লাখ পশু কোরবানি হয়েছিল, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ১.০৪ কোটি হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে এই সংখ্যা কমে ৯১.৩৬ লাখে নেমে আসে। এ বছর (২০২৫ সালে) কোরবানিকৃত পশুর মধ্যে মোট গরু ও মহিষের সংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষ ৫ হাজার ১০৬। এই তথ্যেগুলোতেও অসঙ্গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে (এফজিডি) একই ধরণের তথ্য উঠে আসে। আবার অন্য সূত্রের তথ্যে এই অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) হেমায়েতপুর চামড়া শিল্পনগর পরিচালনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই প্রতিষ্ঠানটি শিল্পনগরে প্রতিদিন আসা

চামড়ার পরিমাণের তথ্য সংগ্রহ করে। ঈদ মৌসুমে তাদের সংগ্রহকৃত তথ্যে দেখা যায় ১৬ জুন ২০২৫ পর্যন্ত শিল্পনগরে ৫ লাখ ১৮ হাজার চামড়া সংগ্রহীত হয়েছে। আড়তদারদের তথ্যমতে শিল্পনগরের বাহিরে ২ লাখ এর মতো চামড়া সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, এই ধরনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সারা দেশে এ সময় মোট প্রায় ৫৭ লাখ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ হয়েছে, যা কিনা উল্লেখিত কোরবানির সংখ্যার থেকে বেশ কম। ফলে, ধারণা করা যায় যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত তথ্যের সাথে বাস্তবতার গড়মিল রয়েছে।

গবাদিপশুর উৎপাদন, কোরবানির পশু ও কাঁচা চামড়ার প্রবাহ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য কেবল চামড়া শিল্পের জন্যই নয়, জাতীয় অর্থনীতি, নীতি নির্ধারণ ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনার জন্যও অপরিহার্য। তথ্য অসঙ্গতিপূর্ণ বা অতিরঞ্জিত হলে বিনিয়োগ, রপ্তানি, কাঁচামাল ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হতে পারে, পাশাপাশি খামারি, ট্যানারি মালিক ও অন্যান্য অংশীজনরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা এবং জাতীয় সম্পদের অপচয়ের ঝুঁকিও বাড়ে।

৭. কাঁচা চামড়ার সরবরাহ চেইনের গুণগত মান ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

কাঁচা চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চমানের চামড়া ভালো দাম নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্জ্য কমায় এবং রপ্তানিযোগ্য উচ্চমূল্যের চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। সাধারণত, বাংলাদেশে কাঁচা গরুর চামড়াকে গ্রেড এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, লেইস কাট এবং ড্যামেজড - এই ক্যাটাগরিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। গ্রেড এ সর্বোচ্চ মানের চামড়া নির্দেশ করে, যেখানে ড্যামেজড সর্বনিম্ন মানের। সাধারণত, কাঁচা চামড়ার গুণমান দুটি প্রধান বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট (ম্যানুয়াল) কারণ।

প্রাকৃতিক পর্যায়ে পশুর বয়স, প্রজাতি, বিভিন্ন রোগ, জলবায়ু ও পরিবেশগত অবস্থা চামড়ার গুণমান নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেমন, বাংলাদেশে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, গাইবান্ধা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও ঢাকা জেলার গরুর চামড়া প্রাকৃতিকভাবেই কিছুটা উচ্চমানের হয়ে থাকে। অপরদিকে, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা ও পিরোজপুরের গরুর চামড়ার গুণমান তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে (Mohammad, 2013)। আবার, ছাগলের চামড়ার ক্ষেত্রে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা ভালো মানের জন্য পরিচিত। তুলনামূলকভাবে, বৃহত্তম সিলেট এবং চট্টগ্রামের ছাগলের চামড়ার মান একটু কম হয়ে থাকে।

মানবসৃষ্ট পর্যায়ে চামড়ার গুণমান সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে প্রভাবিত হয় - পশু লালন-পালন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে জবাই পদ্ধতি, চামড়া কাটার প্রণালী, পরিবহন ও সঠিক সংরক্ষণ পর্যন্ত। ঈদ-উল-আযহায় বিপুল সংখ্যক পশু কোরবানির পর তাদের চামড়া অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিকভাবে লেনদেন করা হয়। ফলে, এই দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের সময়ে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে চামড়ার গুণগত মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থাকে।

গবেষণার এই অংশটিতে মাঠপর্যায়ের জরিপ, সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কাঁচা চামড়ার, বিশেষ করে ঈদ-উল-আযহা ২০২৫-এর প্রেক্ষাপটে, কাঁচা চামড়ার গুণগত মান সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করা হলো:

৭.১ লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি)-এবং অন্যান্য রোগের ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব

এফজিডিতে অংশ নেওয়া স্টেকহোল্ডারদের মতে, বাংলাদেশে গরুর মধ্যে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি)-এর ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব ঘটছে এবং এর ফলে চামড়ার গুণগত মানের অবনতি বর্তমানে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভাইরাসজনিত রোগ গরুর শরীরে দৃশ্যমান ক্ষত, দাগ এবং চামড়ার গঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি করে, যার ফলে কাঁচা চামড়ার বাণিজ্যিক মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বাংলাদেশে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে প্রথম এলএসডি শনাক্ত হয়, এরপর বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) রোগ নিয়ন্ত্রণে লাইভ-অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) একই বছরে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য নির্দেশিকা জারি করে। তবে এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, চামড়া ব্যবসায়ীরা ২০২৫ সালের ঈদ উল আযহাতে এলএসডি আক্রান্ত গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে অভিযোগ করছেন। তাদের মতে, এই বিষয়ে এখনি পদক্ষেপ না নেয়া হলে, আগামী দিনে এর প্রাদুর্ভাব আরো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

এটা মনে রাখা উচিত, এলএসডিতে গরুর মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম এবং এটি মাংসের গুণগত মানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে না, তবে চামড়ার মানের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। সম্ভবত, অসচেনতার পাশাপাশি, বর্তমানে কাঁচা চামড়ার বাজারমূল্য খুবই কম হওয়ায়, অনেক গবাদিপশু মালিক, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, এলএসডি চিকিৎসাকে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক মনে করছেন না। গবেষকদল সরেজমিনেও গিয়ে বেশ কিছু গরুর চামড়া এই রোগের জন্য ফেলে দিতে দেখেছেন।

৭.২ গরুর চামড়ার ক্রমবর্ধমান মানের পতন

এফজিডিতে অংশ নেওয়া স্টেকহোল্ডারদের মতে, বাংলাদেশে উচ্চমানের কাঁচা চামড়ার প্রাপ্যতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। চামড়ার সরবারহ বাড়লেও, বর্তমানে এ থেকে ডি গ্রেডের ভালো মানের চামড়া বাজারে অপ্রতুল হয়ে উঠছে। তাদের মতে, ৭-৮ বছর আগেও যেখানে ৬০-৭০ শতাংশ কাঁচা চামড়া ছিল ভালো মানের, সেখানে বর্তমানে ২০ শতাংশও ভালো মানের চামড়া পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। গরু পরিচর্যার ধরণের পরিবর্তনের কারণে এই অবনতি হয়ে থাকতে পারে। যেমন, বেশি দামের আশায় খামারিরা গরুকে মোটাতাজাকরন ঔষধ দেয়া, গো-খাদ্যের মানের অবনতি ইত্যাদি কারণে চামড়ার গুণগতমান ধারাবাহিক ভাবে কমেছে। তবে, ধারাবাহিক মান পতনের কারণ জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও হয়ে থাকতে পারে।

৭.৩ দক্ষ কসাই এবং সচল কসাইখানার (স্লটার হাউজ) অভাব

সঠিক উপায়ে জবাই এবং চামড়া ছাড়ানো না হলে চামড়ায় কাটা দাগ, ছেঁড়া অংশ বা গঠনগত ক্ষতিসাধন হয়। এতে করে ভালো মানের চামড়া অনেক সময়ই নিম্নমানের বা অকেজো চামড়ায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে ঈদ মৌসুমে গবাদিপশু জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কসাই এর অভাব রয়েছে। ঢাকাতে যেখানে ২০ লক্ষাধিক অধিক কোরবানি হয় বলে দাবী করা হয়ে থাকে, সেখানে ঢাকায় প্রশিক্ষিত কসাইয়ের সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার ৬০০ জন (Khan, 2022)।

এই গবেষণার আওতায় পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ঈদ-উল-আযহায় মাত্র ৪.৮% গরু পেশাদার কসাই দ্বারা কোরবানি করা হয়েছে। আবার, ১৩.৩% ক্ষেত্রে কোরবানিদাতা নিজেই পশু জবাই করেছেন

টেবিল ৩: কোরবানির পশু জবাইকারী ব্যক্তির শ্রেণিভিত্তিক শতকরা হার

জবাইকারী ব্যক্তি	**শতকরা হার (%)**
ইমাম বা মাদ্রাসা প্রতিনিধি	৮১.৯
পেশাদার কসাই	৪.৮
কোরবানিদাতা নিজেই	১৩.৩
মোট	**১০০**

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৮১.৯%) কোরবানি সম্পন্ন করেছেন মাদ্রাসা বা মসজিদের প্রতিনিধিরা, যাদের মধ্যে অনেকেই প্রশিক্ষিত কসাই নন। এটি ইঙ্গিত করে যে, কোরবানির সময় চামড়া ছাড়ানোর ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার কারণে বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষকরে ফ্লে কাট হয়েছে। ফ্লে কাট হলো, পশুর চামড়া খোলার সময় ধারালো অস্ত্রের অতিরিক্ত চাপ বা ভুল ব্যবহারের ফলে চামড়ার গায়ে তৈরি হওয়া কাটা দাগ বা ক্ষতচিহ্ন। এর অন্যতম একটি কারণ হলো ভুল ছুরির ব্যবহার। চামড়া ছাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট ধরনের ছুরি রয়েছে। এই ছুরি সাধারণত পাতলা, বাঁকা ও ধারালো হয়ে থাকে যাতে চামড়ায় কাটা না পড়ে এবং সহজে চামড়াকে মাংস থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু বাস্তব চিত্রে দেখা যায়, কোরবানির সময় অনেক কসাই ও ব্যক্তি সাধারণ জবাই ছুরি, রান্নার ছুরি, এমনকি ছেঁড়া বা মরিচা ধরা ছুরিও ব্যবহার করেছেন চামড়া ছাড়ানোর কাজে। এই গবেষণার জরিপের তথ্য মতে এবারের কোরবানি ঈদে অন্তত ২১% গরু কোরবানিদাতার চামড়া ফ্লে কাট এর শিকার হয়েছে। গবেষকরা সরেজমিনে গিয়ে কাটা ও ছেঁড়া চামড়া ফেলে দেওয়া অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।

টেবিল ৪: কোরবানির পশু জবাইয়ের স্থানভিত্তিক শতকরা হার

জবাইয়ের স্থান	**শতকরা হার (%)**
বাড়ির পাশে খোলা জায়গা	৮.৫
বাড়ির ফাঁকা জায়গা	০.৫
বাগান	৪.৮
গলি	০.৫
সরকার নির্ধারিত স্থান	১.৬
ঠান্ডা জায়গায়	০.৫
খালপাড়	১.৬
খোলা মাঠ	২৬.১
রাস্তা	৫২.১
স্কুল মাঠ	০.৫
স্লটারহাউস (জবাইখানা)	৩.২
মোট	**১০০**

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈদের সময় স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল সংখ্যক পশু কোরবানির প্রয়োজন হয়, ফলে সারা দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ কসাই প্রস্তুত করা বাস্তবিক অর্থে সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত সচল ও স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা (স্লটারহাউজ) স্থাপন ও কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। তবে, দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এমনকি মেট্রোপলিটন এলাকাতেও এখনো পর্যাপ্ত কার্যকর স্লটারহাউজের অভাব রয়েছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন চারটি স্থায়ী স্লটারহাউজ নির্মাণ করলেও, কোরবানিদাতাদের নিজ এলাকায় পশু কোরবানির প্রবণতা, পাশাপাশি লজিস্টিক সহযোগিতার অভাব, যেমন পশু পরিবহনের সুবিধা না থাকায় এই স্লটারহাউজগুলো প্রায় অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে (Alam, 2024)। এই গবেষণার আওতায় পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, এবারের ঈদে, কেবল ৩.২% গরু নির্ধারিত স্লটারহাউজে কোরবানি দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে, ৫২.১% গরু রাস্তায় এবং ২৬.১% খোলা মাঠে কোরবানি করা হয়েছে, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক স্থান যেমন বাড়ির পরিত্যক্ত অংশ (৮.৫%), বাগান (৪.৮%) ও খালপাড় (১.৬%)-এও কোরবানি সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৪ অপ্রতুল সংরক্ষণ ব্যবস্থা

কোরবানির মৌসুমে দেশে একসাথে বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া বাজারে আসে, যা সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্মত স্টোরেজ সুবিধা প্রয়োজন। এমনকি, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যদি উঁচু ও পরিস্কার জায়গায় একটি ছাউনি তৈরি করা যায় এবং সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, তবে সেটি চামড়ার গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়ক হতে পারে। সরাসরি রোদ, বৃষ্টি বা আর্দ্রতা থেকে চামড়াকে রক্ষা করতে এমন পরিবেশ বিশেষভাবে কার্যকর । কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকায় এখনো পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ বা উপযুক্ত চামড়া সংরক্ষণাগার নেই। ফলে চামড়া সংগ্রহের পর তা সঠিকভাবে লবণ না দিয়ে দীর্ঘ সময় খোলা জায়গায় রাখা হয়, যা চামড়ায় পচন ধরার ঝুঁকি বাড়ায়।

টেবিল ৫: সংগ্রহের পর কাঁচা চামড়া খোলা জায়গায় সংরক্ষণের প্রবণতা (শ্রেণিভিত্তিক শতকরা হার)

শ্রেণী	**খোলা জায়গায় কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ (%)**
কোরবানিদাতা (পশু জবাইকারী)	৪৬
মাদ্রাসা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী	৩৬
ব্যাপারী ও আড়তদার	১৪

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ সত্ত্বেও এবারের ঈদ-উল-আযহায় কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ব্যাপক অসচেতনতা এবং অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গবেষণার জরিপ অনুযায়ী, ৪৬% কোরবানিদাতা এ বছর ঈদে চামড়া সংগ্রহ করার পর খোলা স্থানে ফেলে রেখেছেন, ৩৬% ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ও মৌসুমি ব্যবসায়ীরা এবং ১৪% ক্ষেত্রে আড়তদার ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা চামড়া খোলা জায়গায় সংরক্ষণ করেছেন। এই অস্বাস্থ্যকর ও অপরিকল্পিত সংরক্ষণ পদ্ধতির ফলে এই কাঁচা চামড়াগুলো প্রতিকূল আবহাওয়া (এ বছর ঈদের দিন বৃষ্টি হয়েছে), সূর্যালোক, ধুলাবালি ও রোগজীবাণুর সরাসরি সংস্পর্শে এসেছে, যার ফলে চামড়ার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

টেবিল ৬: চামড়ায় লবণ প্রয়োগ না করার প্রবণতা (শ্রেণিভিত্তিক শতকরা হার)

শ্রেণী	**লবণ প্রয়োগ করেনি (%)**
কোরবানিদাতা	১০০%
মাদ্রাসা	৩৭%
স্থানীয় ব্যবসায়ী	৮৩%
ব্যাপারী ও আড়তদার	২৯%
ট্যানারি	০%

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

৭.৫ লবণ দেয়ার ঘাটতি এবং বিলম্ব

কোরবানির মৌসুমে কাঁচা চামড়া দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সঠিক সময়ে এবং পরিমাণমতো লবণ না দেওয়া। ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ উপলক্ষে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়। বিনামূল্যে ২০ কোটি টাকার লবণ সরবরাহের অংশ হিসেবে 'লবণ মিল' থেকে **১১** হাজার **৫৭১** মেট্রিক টন লবণ ক্রয় করে দেশের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এতিমখানা, মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংসমূহে বিতরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে এই লবণ বিতরণকে ঘিরে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে,।যেমন, অনেক মাদ্রাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং সরকারি বরাদ্দপ্রাপ্ত লবণ পাননি। আবার যারা পেয়েছেন, তাদের অনেকেই চামড়ায় লবণ প্রয়োগ না করে বরং চামড়া এবং লবণ আলাদা করে বিক্রি করেছেন।

এই গবেষণার জরিপে দেখা গেছে যে ১০০% কোরবানিদাতা চামড়ায় লবণ ব্যবহার করেননি। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৩৭% এবং মৌসুমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৮৩% লবণ প্রয়োগ ছাড়াই চামড়া বিক্রি করেছেন, যা চামড়ার গুণগত মানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া, ব্যাপারি ও আড়তদারদের মধ্যে ২৯% লবণ ব্যবহার না করেই চামড়া বিক্রি করেছেন।

টেবিল ৭: সময়ের পার্থ্যক্য পশু কোরবানির ও ট্যানারির লবণ প্রয়োগের সময়ের মধ্যে

কার্যক্রম	**সময়**
কোরবানির দেয়ার সময়	সকাল ৮:২০ থেকে দুপুর ১২:৩০
ট্যানারিতে চামড়ায় লবণ প্রয়োগের সময়	দুপুর ২:০০ থেকে রাত ২:০০ পর্যন্ত

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চামড়ায় লবণ লাগানো একটি শ্রমসাধ্য কাজ। একজন ব্যক্তির পক্ষে এই কাজটি একা করা বেশ কঠিন। এই কারণেই কোরবানিদাতা, মাদ্রাসা এবং মৌসুমী ব্যবসায়ীরা চামড়ায় লবণ প্রয়োগে নিরুৎসাহিত হন। এই পরিস্থিতিতে, ব্যাপারী এবং আড়তদাররা চামড়ায় লবণ লাগানোর ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকেন। কিন্তু এখানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, কোরবানি হওয়ার পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলে ব্যাপারী এবং আড়তদারদের কাছে চামড়া পৌঁছায়। যেহেতু তাদের অনেকেই ট্যানারির কাছে লবণ না দিয়েই চামড়া বিক্রি করেন, ফলে চামড়ায় লবণ প্রয়োগে আরও বিলম্ব হয়। এই দীর্ঘসূত্রতা চামড়ার

গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই গবেষণার জরিপ অনুযায়ী, এবারের ঈদ-উল-আযহায় গরু কোরবানির সবচেয়ে দ্রুত সময় ছিল সকাল ৭ টা এবং সর্বোচ্চ দুপুর ১২.৩০ টা। তবে এই কোরবানীর চামড়া গুলো প্রথমে দান কিংবা বিক্রি করার পর অন্যত্র সরিয়ে নেবার আগে গড়ে ৫ ঘণ্টা পড়ে ছিল। অর্থাৎ অন্তত এই ৫ ঘন্টা চামড়া সংরক্ষণের উদ্যোগ ছিল না। এই একই জরিপে সুনির্দিষ্টভাবে ঈদ মৌসুমে একটি গরুর চামড়া কোরবানির পর ট্যানারি পর্যন্ত পৌঁছাতে কেমন সময় লাগে তা নিরূপণ করেছে। সেই হিসেবে, এই গরুগুলোর কোরবানির প্রধান সময়সীমা ছিল সকাল ৮টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। তবে, কোরবানি সম্পন্ন হওয়ার পর একই গরুর চামড়া ট্যানারিতে পৌঁছানোর পর লবণ প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য বিলম্ব দেখা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে দুপুর ২টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ শুরু করা সম্ভব হলেও, অন্য ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া রাত ২টা পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। কাঁচা চামড়াতে আরো দ্রুত লবন দেয়া গেলে চামড়ার মান আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

তবে এক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো চামড়া সংগ্রহের পদ্ধতি। বিশেষ করে মাদ্রাসা ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা তাৎক্ষণিকভাবে চামড়া সরবরাহ না করে দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রহ করতে থাকে যতক্ষণ না তা একটি বড় পরিমাণে পৌঁছে। এই প্রক্রিয়ায় চামড়া অনেক সময় খোলা জায়গায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং দ্রুত লবণ প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

৭.৬ হাট ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহণের সীমাবদ্ধতা

কাঁচা চামড়ার উন্নত মান নিশ্চিত করতে সঠিক হাট ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। অপর্যাপ্ত হাট ব্যবস্থাপনার কারণে পশুদের দীর্ঘক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কর্দমাক্ত বা পিচ্ছিল স্থানে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগে, এবং অতিরিক্ত গাদাগাদি করে রাখার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে চামড়ার গুণগত মানের ওপর। একইভাবে, পশু পরিবহনেও অবহেলা চামড়ার ক্ষতি করে। গাদাগাদি করে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কিংবা অপ্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে পশু আনা হলে তাদের শরীরে আঘাত লাগে বা দাগ পড়ে, যা পরবর্তীতে চামড়ার মান কমিয়ে দেয়। কোরবানির পর কাঁচা চামড়াকে যত দ্রুত সম্ভব এবং সঠিক উপায়ে সংগ্রহ করে সংরক্ষণের স্থানে পৌঁছানো গেলে এর মান তত বেশি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যদি পরিবহন বিলম্বিত হয়, কিংবা চামড়া অনুপযুক্ত বা খোলা যানবাহনে বহন করা হয়, তবে তা রোদ, বৃষ্টি, ধুলা, অতিরিক্ত গরম বা চাপের কারণে দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই গবেষণার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) থেকে জানা গেছে যে, ২০২৫ সালের কোরবানির মৌসুমে অধিকাংশ পশুর হাটে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং কোরবানির পর চামড়া পরিবহনের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব ছিল। অনেক হাটে ছাউনি ছিল না এবং উপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানিতে হাটগুলোর অধিকাংশ স্থান কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে পশুদের পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা চামড়ায় ক্ষত, দাগ ও ঘর্ষণের চিহ্ন তৈরি করে চামড়ার গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। গবেষকদল সরেজমিনে খোলা ট্রাক বা রিকশাভ্যানে চামড়া পরিবহনের প্রমাণ পেয়েছেন, যা চামড়ার প্রাথমিক গুণাগুণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকতে পারে।

এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চামড়ার মান কমে যাওয়ার কারণে কী পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেতে পারে, তা নিরূপণ করা। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এবারের ঈদ মৌসুমে ভালো মানের গরুর চামড়া খারাপ মানের চামড়ার (যেগুলো অন্তত বিক্রি করা গেছে) তুলনায় গড়ে প্রতি বর্গফুটে ২৯% বেশি মূল্য পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ২৯% মূল্যের পার্থক্য পুরোপুরি হয়তো কমানো সম্ভব নয়, কারণ প্রাকৃতিক

কারণেই কিছু চামড়ার মানের তারতম্য ঘটে, যা উন্নত করার সুযোগ নেই। তবে, উপরে উল্লেখিত মানবসৃষ্ট কারণে চামড়ার মান কমে যাওয়া ঠেকানো গেলে কাঁচা চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি সম্ভব।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) তথ্য মতে, চামড়ার গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে ঈদ মৌসুমে ৩০% কাঁচা চামড়াই ফেলে দিতে হয়। যদি মানবসৃষ্ট কারণে চামড়ার মান কমা ঠেকানো যায়, তাহলে এই ৩০ শতাংশ চামড়া থেকেও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব, যা দেশের চামড়া শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৮. কাঁচা চামড়ার মূল্যের প্রভাবক বিশ্লেষন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঈদ মৌসুমে, কাঁচা চামড়ার দাম ক্রমাগতভাবে কমেছে। একসময় এই চামড়ার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকলেও, বর্তমানে ক্রেতার অভাবে কাঁচা চামড়া ফেলে দিতেও দেখা যায়। প্রতি বছর সরকার ঈদ-উল-আযহায় লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার একটি আনুষ্ঠানিক মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও, এই মূল্য কার্যকরিতা অনিশ্চিত। ভালো বাজার মূল্যের অভাব চামড়া সঠিকভাবে সংরক্ষণে উৎসাহ কমাচ্ছে এবং এর চামড়ার মানেরও পতন হয়ে থাকতে পারে।

গত বছরগুলোর মতোই, ২০২৫ সালের ঈদ-উল-আযহার মৌসুমেও কাঁচা চামড়ার মূল্য পতনের অভিযোগ উঠেছে। গবেষণার এই অংশে গরুর কাঁচা চামড়ার দাম নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালনকারী সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

৮.১ প্রাকৃতিক এবং অব্যবস্থাপনার কারণে চামড়ার মান হ্রাস

চামড়ার বাজারমূল্য কমে যাওয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এর গুণগত মানের অবনতি। যেমনটা ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে প্রাকৃতিক এবং নানান অব্যবস্থাপনার কারনে চামড়ার মান ক্রমশ কমেছে। আবার, এই অব্যবস্থাপনার মধ্যেই কোরবানি বাড়ার কারণে চামড়ার সরবারহ বেড়েছে।

টেবিল ৮: ট্যানারি কর্তৃক ২০২৫ ঈদ মৌসুমে প্রাপ্ত চামড়ার মান

ক্যাটাগরি	**% ট্যানারি**
অন্তত একটি কাটাযুক্ত চামড়া পেয়েছেন	৬৮
অন্তত একটি দাগযুক্ত চামড়া পেয়েছেন	৯৮
অন্তত একটি গরমে ক্ষতিগ্রস্থ চামড়া পেয়েছেন	২৩
অন্তত একটি পচে যাওয়া চামড়া পেয়েছেন	১৮

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

জরিপে উঠে এসেছে, ঈদের প্রথম তিনদিনে, গড়ে হেমায়েতপুর চামড়া শিল্প নগরীতে একেকটি ট্যানারি ২,৪৬২ পিস গরুর চামড়া, এবং ৮৫ টি ছাগলের চামড়া সংগ্রহ করেছে। চামড়ার সংখ্যা বাড়লেও সেই তুলনায় অবকাঠামো, ক্রেতাও বাড়েনি। ফলে চামড়ার মান উপরন্তু কমেছে। জরিপের তথ্যেও এমন চিত্র কিছুটা উঠে আসে, ট্যানারিগুলো চামড়া সংগ্রহ করার সময় তাদের মধ্যে ৯৮% দাগযুক্ত, ৬৮% কাটাযুক্ত, ২৩% গরমে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৮% পচে যাওয়া চামড়ার হদিস পেয়েছেন।

টেবিল ৯: ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চামড়ার মান ভেদে মূল্য

ট্যানারির প্রদানকৃত সবচেয়ে ভালো মানের চামড়ার গড় মূল্য	**ট্যানারির প্রদানকৃত সবচেয়ে খারাপ মানের চামড়ার গড় মূল্য (অন্তত বিক্রির মতন অবস্থায় রয়েছে)**	**ভালো মানের চামড়ার বেশি মূল্য**
৩৯ টাকা	২৭ টাকা	৪৩%

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

চামড়ার মানের সাথে দামেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ভালো মানের চামড়ার এবার ২০২৫ ঈদ মৌসুমে ঢাকার ট্যানারিতে গড় মূল্য ছিল প্রতি বর্গফুট ৩৯ টাকা, যেখানে খারাপ (কাটা, দাগ যুক্ত) কিন্তু বিক্রিযোগ্য চামড়ার গড় মূল্য ছিল মাত্র ২৭ টাকা। এর অর্থ হলো, মানসম্মত চামড়ার তুলনায় নিম্নমানের চামড়া প্রায় ৪৩% কম দামে বিক্রি হয়েছে। জরিপের তথ্যে আরো উঠে আসে, এ বছর ট্যানারিগুলো, গড়ে তাদের মোট চামড়া সংগ্রহের ১৮%, এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ৪০ এবং ২ শতাংশ ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত বা নিচু মানের চামড়া কিনেছেন।

টেবিল ১০: ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চামড়ার বিভিন্ন স্তরে কাঁচা চামড়ার মূল্য (লবনমুক্ত অবস্থায়)

স্থান	**মাদ্রাসা/স্থানীয় সংগ্রাহক (দান থেকে প্রাপ্ত বা ক্রয়)**	**বেপারী-আড়তদার (ক্রয়)**	**ট্যানারি (ক্রয়)**
ঢাকা	০-১৭ টাকা	২৮-৩৫ টাকা	২৩-৪৮ টাকা
বরিশাল	০-০ টাকা	১০-২০ টাকা	-
ময়মনসিংহ	০-৩০ টাকা	২০-২৫ টাকা	-
নাটোর	০-৫০ টাকা	২৫-৫০ টাকা	-
চট্টগ্রাম	০-৩৪ টাকা	১০-৩০ টাকা	-

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

ভালো চামড়া এবং নিচুমানের চামড়ার মূল্য পার্থক্য প্রমাণ করে যে, চামড়ার গুণগত মান হ্রাস পেলে তা সরাসরি বাজারমূল্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অতএব, চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, লবণ প্রয়োগ এবং পরিবহনের মতো প্রক্রিয়াগুলোতে ত্রুটি থাকলে তা কেবল মানের অবনতি ঘটায় না, বরং অর্থনৈতিকভাবেও বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিবেচনায়, বাজারমূল্য কমে যাওয়ার পেছনে চামড়ার মানের পতনকে একটি মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ছাগলের চামড়ার ক্ষেত্রে আগে মূল্য বেশি পাওয়া গেলেও বিগত বছরসহ এবছর ঈদে ছাগলের চামড়ার ব্যাপক মূল্য হ্রাস ঘটেছে। মূলত গরুর চামড়ার সরবারহ অনেক বেশি থাকা, গরুর চামড়ার তুলনামূলক বেশি চাহিদা থাকা, ছাগলের চামড়া প্রক্রিয়াকারি ট্যানারির সংখ্যা কমে যাওয়া (২০-২৫ টি ২০১৭ দিকে থাকলেও এখন তা হ্রাস পেয়ে ৪-৫টি), ছাগলের চামড়া দ্রুত পচনশীল হওয়া, রাসায়নিকের দাম বৃদ্ধি পাওয়া, ছাগলের চামড়া প্রক্রিয়াতে ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন হওয়ার কারনে ছাগলের চামড়ার দামের এই পতন ঘটে থাকতে পারে।

৮.২ ২০২৫ ঈদ মৌসুমে কাঁচা চামড়ার দাম পর্যালোচনা

এ বছরের ঈদ-উল-আযহা মৌসুমে কাঁচা চামড়ার দামে অঞ্চলভিত্তিক এবং সাপ্লাই চেইনের স্তর অনুযায়ী এক বড় ধরনের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু দান একটি প্রধান উৎস, তাই মাদ্রাসা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ প্রায় বিনা মূল্যে চামড়া সংগ্রহ করেছেন।

ঢাকার বাজারে, এবারের ঈদ মৌসুমে মাদ্রাসাগুলো কোরবানিদাতাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে পেলেও মৌসুমী ব্যবসায়ীদের কিনে নিতে গড়ে প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ ১৭ টাকা খরচ করতে হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, বেশ কিছু মাদ্রাসা প্রতিনিধিরা মূলত মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের চামড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রি করেছেন। অথচ, এই চামড়াগুলোই মৌসুমি ব্যবসায়ীরা ব্যাপারী বা আড়তদারদের কাছে গড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। সাধারণত, এই মৌসুমী ব্যবসায়ীরা চামড়ায় লবণ লাগানো, প্রক্রিয়াকরণ বা বড় আকারে পরিবহনের মতো কোনো অতিরিক্ত কাজ করেন না এবং তাদের খরচও কম হয়ে থাকে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এই দামের বড় ব্যবধানের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা বেশ ভালো মুনাফা অর্জন করেছেন। তবে, এটিও উল্লেখযোগ্য যে, সাপ্লাই চেইনের এই ধারাবাহিকতা সবক্ষেত্রে বজায় থাকেনি। যেমন, জরিপের তথ্যে এও উঠে এসেছে যে, ২০২৫ সালের ঈদ মৌসুমে ট্যানারিগুলো চামড়া সংগ্রহ করেছে মূলত ব্যপারি (৩৯.৩%) এবং মসজিদ/মাদ্রাসা (৩৭.৫%) থেকে, যেখানে আড়তদারদের মাধ্যমে সংগ্রহের হার ছিল ২২.৫%।

টেবিল ১১: ২০২৫ ঈদ মৌসুমে ট্যানারি কর্তৃক চামড়া সংগ্রহের উৎস

ক্যাটাগরি	**২০২৫ ঈদ মৌসুমে ট্যানারি কর্তৃক চামড়া সংগ্রহ**
মসজিদ/মাদ্রাসা হতে	৩৭.৫%
ব্যাপারী হতে	৩৯.৩%
আড়তদার হতে	২২.৫%
অন্যান্য	০.৭%

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

আবার, ঢাকার তুলনায় অন্যান্য এলাকাগুলোতে চামড়ার দামের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এলাকা ভিত্তিক চামড়ার দামের পার্থক্য নানান কারণে হতে পারে। প্রথমত, এলাকাভিত্তিক চামড়ার মানের পার্থক্য হয়ে থাকে, ফলে দামটাও সেভাবে নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, ঢাকার বাইরে ট্যানারির সংখ্যা খুব বেশি না থাকায় একধরনের মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভরতা গড়ে উঠে থাকতে পারে, যা স্থানীয় পর্যায়ে চামড়ার প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করে থাকতে পারে। এছাড়াও, পরিবহন ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা এবং বাজারে সরাসরি বিক্রির সুযোগের অভাবও দামের পার্থক্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

৮.৩ সরকার নির্ধারিত চামড়ার দামের কার্যকরিতা

প্রতিবছর ঈদ-উল-আযহার আগে সরকার কাঁচা চামড়ার জন্য একটি ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে, যাতে সংগ্রহকারীরা ন্যায্য দাম পান এবং বাজারে অস্থিরতা না তৈরি হয়। ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ এর জন্য ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম ৬০-৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল যা গত বছর ছিল ৫৫-৬০

টাকা। ঢাকার বাইরে এই দাম ঠিক করা হয় ৫৫-৬০ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫০-৫৫ টাকা। এছাড়া, খাসির লবণযুক্ত চামড়ার দাম ২২-২৭ টাকা এবং বকরির চামড়ার দাম ২০-২২ টাকা প্রতি বর্গফুট নির্ধারণ করা হয়েছিল।

তবে, এই সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫, থেকে দেখা যায়, এর কোনটাই এ বছর বাস্তবায়ন করা যায়নি। ইতোমধ্যেই, এ বছর কাঁচা চামড়ার সরবরাহ চেইনের কে কেমন দামে গরুর চামড়া বিক্রি করেছে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, জরিপের ১০০% ট্যানারিকেই সরকার নির্ধারিত দামে চামড়া কিনতে দেখা যায় নি কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

টেবিল ১২: ২০২৫ ঈদ মৌসুমে ট্যানারি কর্তৃক চামড়া ক্রয়ের পদ্ধতি

বকেয়া রেখে চামড়া ক্রয় (ট্যানারি কর্তৃক)	**প্রতি ট্যানারিতে বকেয়ার সীমা**
২৭%	মোট ক্রয়ের ২০-৬০%

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

অনেক সময় অভিযোগ করা হয়, ট্যানারিদের টাকা বকেয়া থাকায় আড়তদার এবং ব্যাপারিরা চাহিদা মত মূল্যে চামড়া বিক্রেতাদের দিতে পারেন না। তবে এই জরিপে ট্যানারিগুলো দেয়ার তথ্য মতে, ২৭% ট্যানারি বিভিন্ন পরিমানের বকেয়া মূল্যে চামড়া কিনলেও বাকি সবাই চামড়া পুরো টাকা পরিশোধ করে কিনেছেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে (FGD) আলোচনায় উঠে এসেছে যে, বেশ কয়েকটি কারণে চামড়ার নির্ধারিত মূল্য কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ মনে করেন যে, একটি মুক্ত অর্থনীতিতে সরকার কর্তৃক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। কারণ, যেকোনো পণ্যের মূল্য মূলত বাজার পরিস্থিতি যেমন চাহিদা, সরবরাহ এবং পণ্যের গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল। কোরবানির ঈদের সময় বিপুল সংখ্যক চামড়া বাজারে এলেও তুলনামূলকভাবে চাহিদা কম থাকে, যার ফলে চামড়ার দাম কমে যায়। উপরন্তু, কোরবানির পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ট্যানারির সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়েনি, যা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। আবার, সরকার ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জন্য চামড়ার একক মূল্য নির্ধারণ করলেও, বাস্তবিকভাবে চামড়ার মান ভৌগোলিক অবস্থানভেদে ভিন্ন হয়। প্রাকৃতিক কারণে প্রতিটি অঞ্চলের চামড়ার গুণগত মান একরকম হয় না।

এমতাবস্থায়, সকল মানের চামড়ার জন্য একই দাম নির্ধারণ করা অবাস্তব। অপরদিকে, সরকার শুধুমাত্র লবণযুক্ত চামড়ার জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছিল। তবে, মাঠপর্যায়ে দেখা যায় যে, অধিকাংশ চামড়াই লবণবিহীন অবস্থায় বিক্রি হয়েছে। লবণবিহীন চামড়ার ক্ষেত্রে কম দাম দিলে ক্রেতাদেরকে দায়ী করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ নির্ধারিত মূল্য কেবলমাত্র লবণযুক্ত চামড়ার জন্য প্রযোজ্য। এছাড়াও, এল ডব্লিউ জি সনদ না পাওয়ায় উচ্চ দামে চামড়া রপ্তানি না করতে পারা, চামড়া প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজনের রাসায়নিকের দাম বৃদ্ধি, কার্যকরি তদারকিতে সরকারের সীমাবদ্ধতার মতো অতি পরিচিত কারনগুলো চিহ্নিত করা হয় এই মূল্য বিপর্যয়ের কারন হিসেবে।

চিত্র ২: চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি

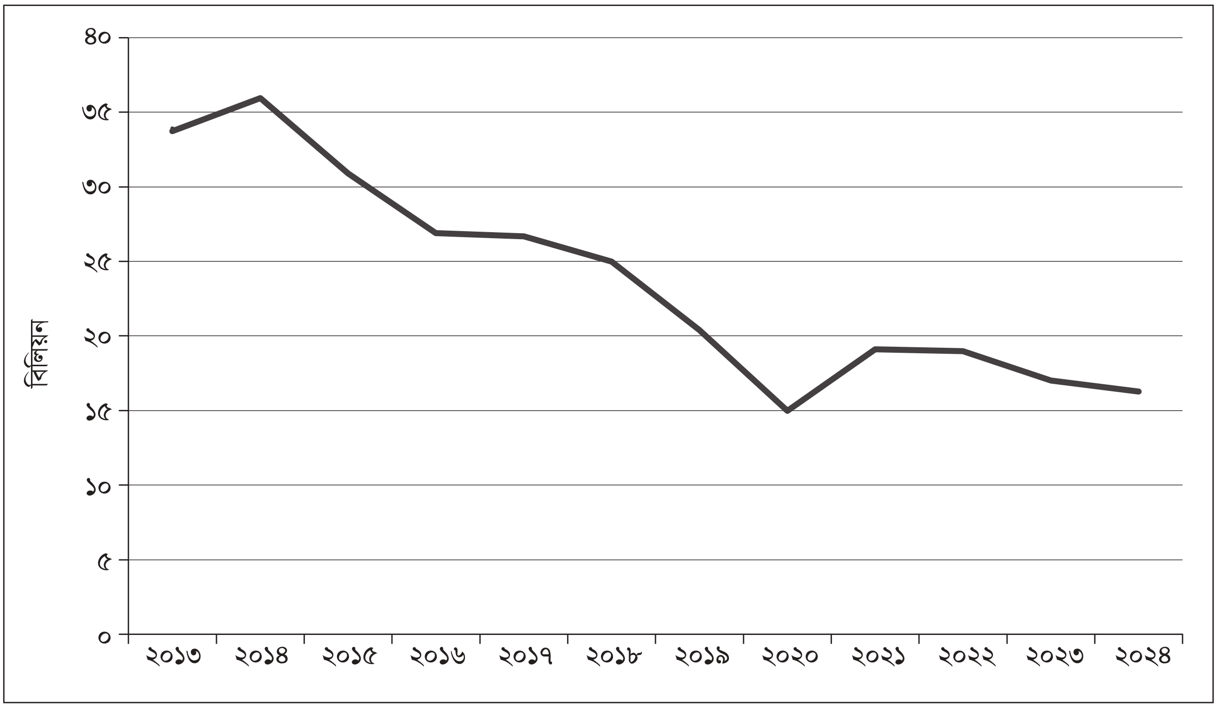

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

চিত্র ৩: কৃত্রিম চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি

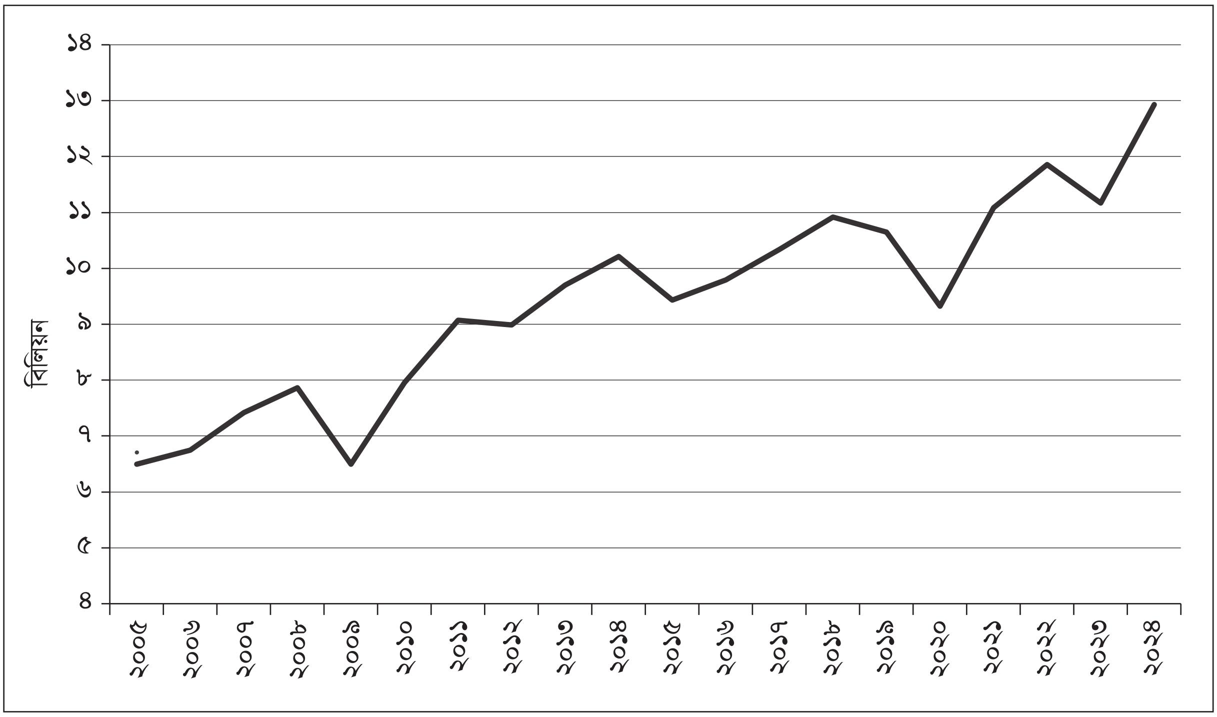

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

টেবিল ১৩: ২০২৫ ঈদ মৌসুমে চাঁদাবাজির অভিযোগ

ক্যাটাগরি	**কোন ধরনের অবৈধ চাঁদাবাজির শিকার**
মাদ্রাসা/মৌসুমি ব্যবসায়ী	০%
ব্যাপারী/আড়তদার	০%
ট্যানারি	০%

উৎসঃ সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫।

অনেক সময় চামড়া কেনাবেচা এবং পরিবহণে চাঁদাবাজির অভিযোগ শোনা গেলেও, এই গবেষণার জরিপে একটি ইতিবাচক চিত্র উঠে এসেছে। এতে দেখা যায় যে, চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলের কোনো স্তরেই—সংগ্রহ, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা পরিবহণ—কোনো চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেনি। এটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরদারি বৃদ্ধি, সচেতনতা বাড়ানো এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিয়ম মেনে চলার প্রবণতার একটি ফল হতে পারে।

৯. চামড়ার বাজার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ ফিনিশড চামড়া রপ্তানির বাজারে এখনও তুলনামূলকভাবে কম অংশগ্রহণ করলেও, চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে বেশ ভালো করছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ওপর। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক বাজারের বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চিত্র ৪: চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক আমদানি

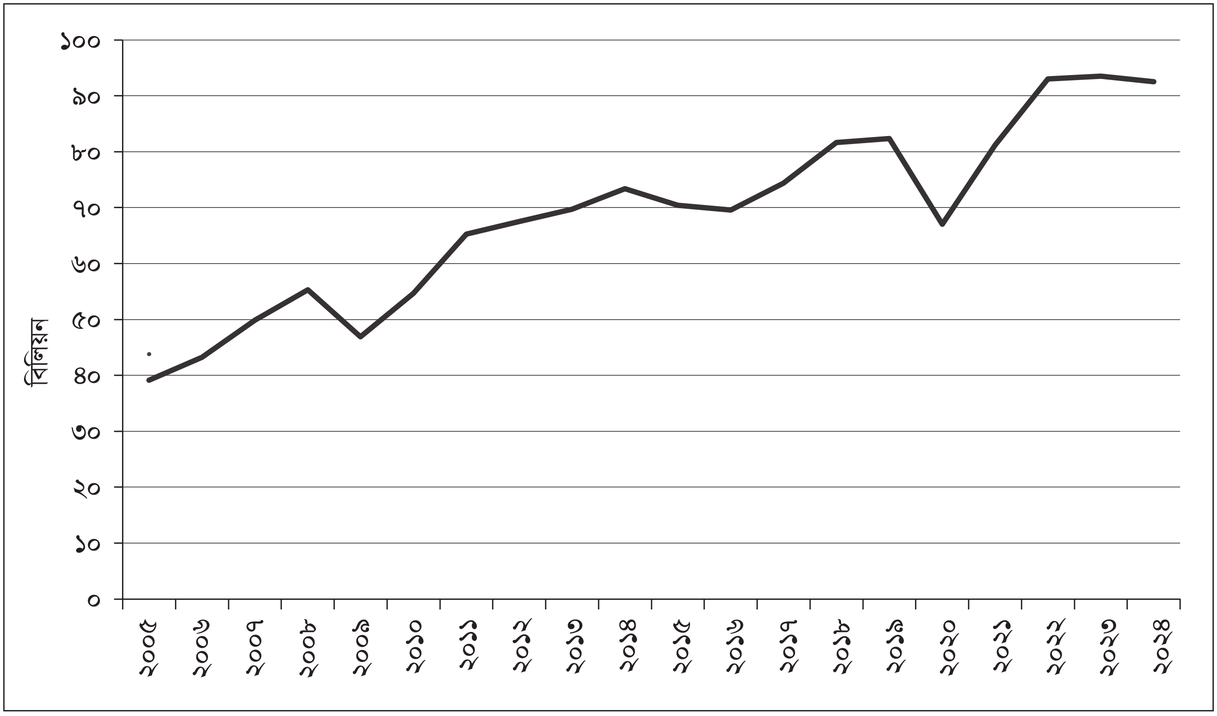

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

চিত্র ৫: বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানি

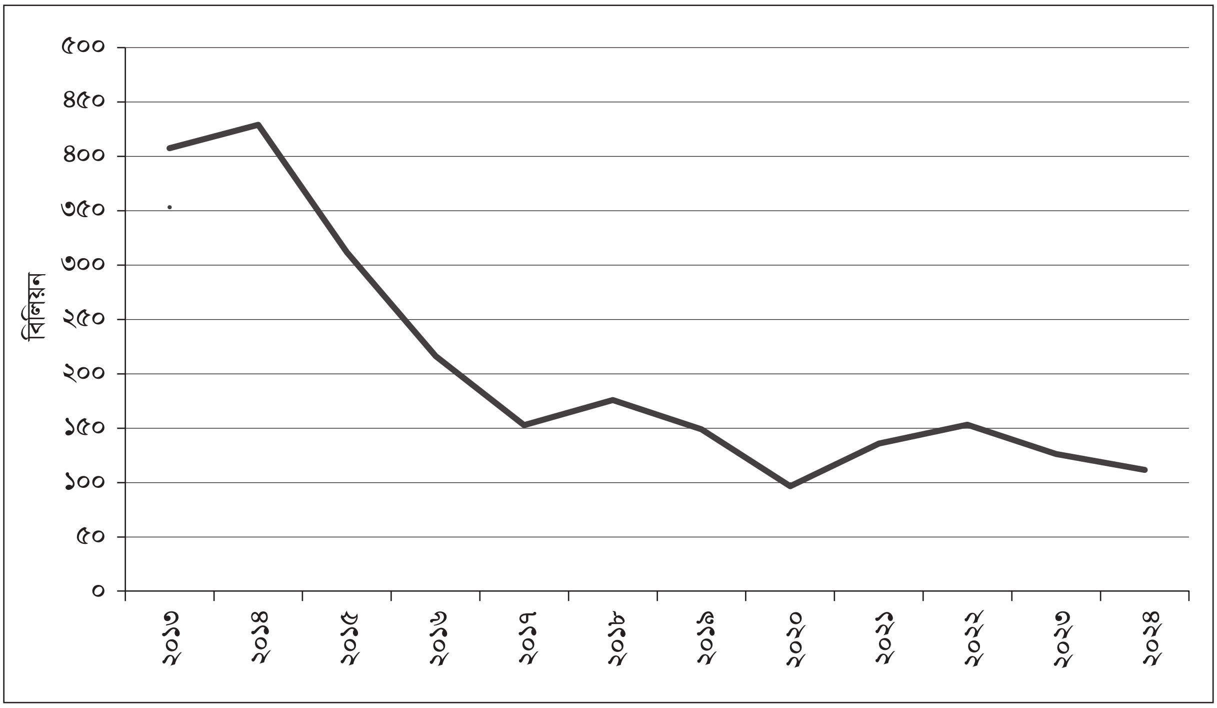

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

চিত্র ৬: বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি (বৈশ্বিক বাজারে অংশীদারিত্ব %)

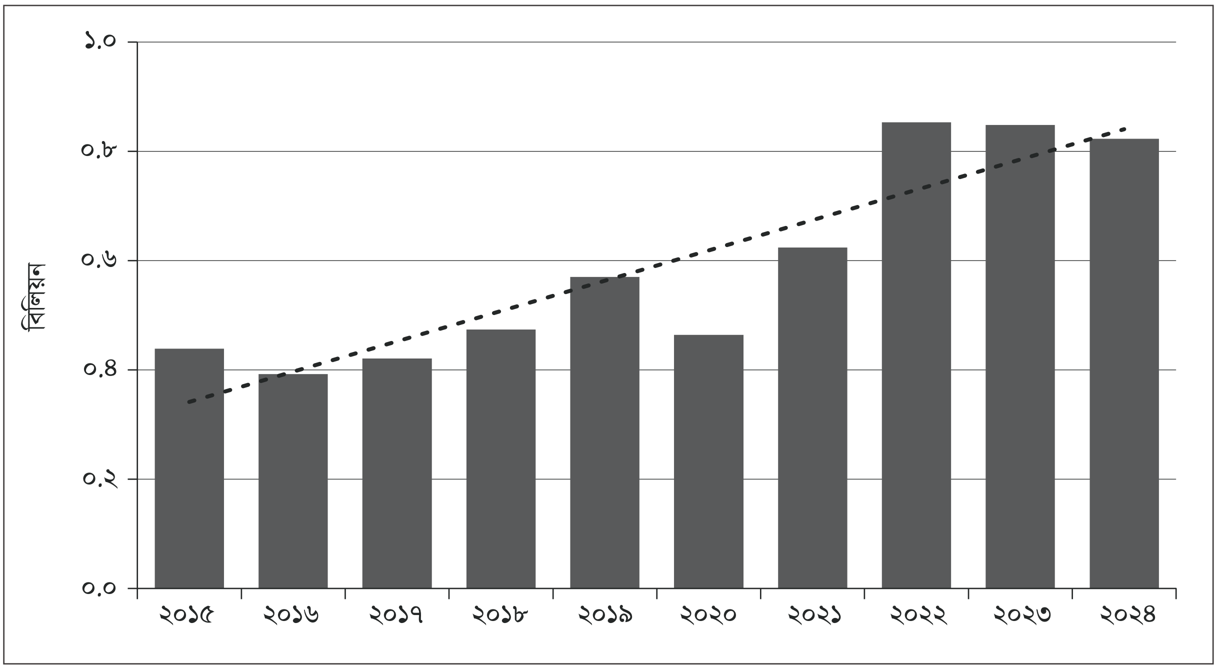

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

চিত্র ৭: বাংলাদেশের কাঁচা চামড়া ও চামড়া আমদানি

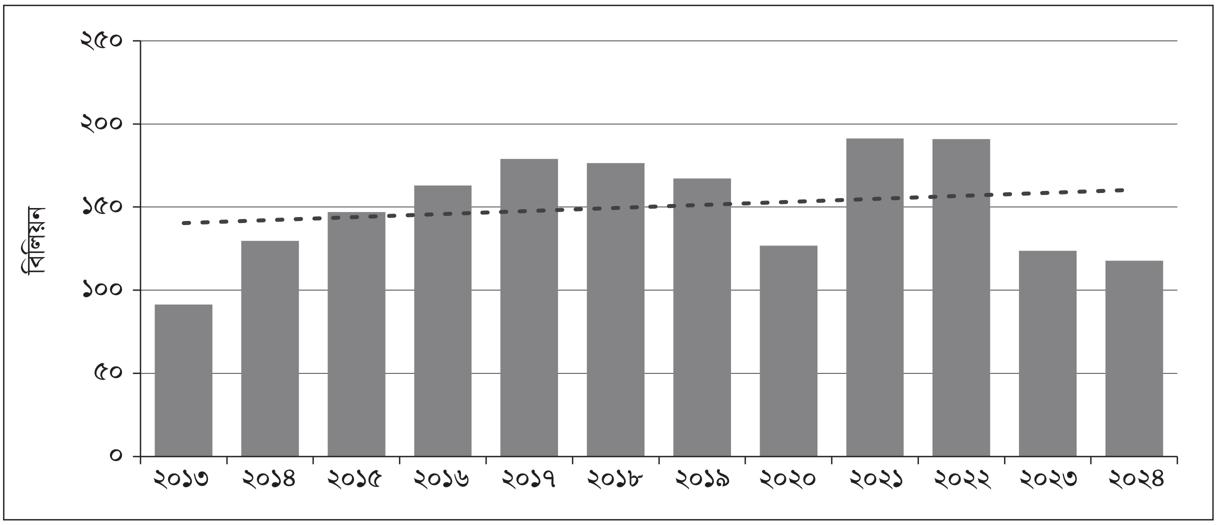

উৎস্য: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ।

চামড়ার বৈশ্বিক আমদানির ধারা সার্বিকভাবে নিম্নমুখী রয়েছে, যা কিছু অংশে বৈশ্বিক বাজারে চামড়ার চাহিদার হ্রাস ইঙ্গিত করে। অন্যদিকে, কৃত্রিম চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: কম উৎপাদন খরচ, উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন, ভেগান (vegan) পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং প্রাকৃতিক চামড়া উৎপাদনের ওপর কঠোর পরিবেশগত বিধিনিষেধ। কৃত্রিম চামড়ার আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকলেও পরিমানে এখনো চামড়ার আমদানি বেশি। বিগত ২০২৪ সালে, কৃত্রিম চামড়ার মোট বৈশ্বিক আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে যা চামড়ার জন্য ছিল ১৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আবার, চামড়ার বৈশ্বিক আমদানি নিম্নমুখী হলেও, চামড়াজাত পণ্যের (leather goods) বৈশ্বিক আমদানি কিন্তু ক্রমবর্ধমান। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। তবে, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটি বড় অংশ সম্ভবত কৃত্রিম চামড়া ব্যবহার করে তৈরি পণ্য দ্বারা পূরণ হচ্ছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি বৈশ্বিক বাজার প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। একদিকে, চামড়া রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহণের দিক থেকে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করছে, যা এই শিল্পের সম্ভাবনার জন্য একটি ইতিবাচক দিক।

তবে, বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প সম্ভবত চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি শেয়ার বৃদ্ধির পূর্ণ সুফল পাচ্ছে না। তথ্য-প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে, একদিকে দেশে চামড়া হয় ন্যায্য দামে বিক্রি হচ্ছে না অথবা একেবারেই অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ চামড়া আমদানি করছে। শুধু ২০২৪ সালেই বাংলাদেশ প্রায় ১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চামড়া আমদানি করেছে।

বাংলাদেশে একদিকে চামড়া ন্যায্য দামে বিক্রি না হওয়া বা অবিক্রিত থেকে যাওয়ার পরেও, বিপুল পরিমাণ চামড়া আমদানি করতে কেন বাধ্য হচ্ছে তা নিয়ে কয়েকটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। প্রথমত হলো, বাংলাদেশের

টেবিল ১৪: চামড়ার বিকল্প ব্যবহার

পণ্যের নাম	ব্যবহার
বন্ডেড লেদার	ফার্নিচার, গাড়ির অভ্যন্তর, বই বাঁধাই, ব্যাগ ও পার্স, বেল্ট ও ঘড়ির বেল্ট, ঘরের সাজসজ্জা, অফিস সামগ্রী
জেলাটিন	খাদ্য শিল্পে থিকনার ও স্টেবিলাইজার (জেলি, দই, আইসক্রিম), ওষুধ (ক্যাপসুল শেল), কসমেটিকস, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, কনফেকশনারি আইটেম (মার্শম্যালো)
কোলাজেন	খাদ্যতালিকায় প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট হিসেবে, ওষুধ ও চিকিৎসা (জয়েন্ট সাপোর্ট, স্কিন থেরাপি), স্কিন কেয়ার ও কসমেটিকস, সার্জিক্যাল উপকরণ
চামড়ার গুঁড়ো	ফুটওয়্যার ইনসোল, সস্তা চামড়ার সামগ্রী তৈরিতে, প্যাকেজিং সামগ্রীতে
চামড়ার বর্জ্য দিয়ে সার	কোলাজেন ও নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ হওয়ায় এটি জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাটি উন্নয়নে
চামড়ার অ্যাশ/ জ্বালানি	চামড়া পোড়ানোর পর প্রাপ্ত অ্যাশ কিছু ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জ্বালানির উৎস ও রাসায়নিক রিএজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ক্র্যাস্ট লেদার	লেদার প্রোডাক্ট তৈরির প্রাথমিক ধাপ; বিভিন্ন পণ্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন: বুট, ব্যাগ, হেলমেট, জ্যাকেট
স্লাজ	সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কাঁচামাল

উৎসঃ বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

ট্যানারিগুলো এলডব্লিওজি সার্টিফাইড না হওয়ায়, ক্রেতা শর্তানুসারে চামড়াপন্য প্রস্তুতকারী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশ থেকে চামড়া কেনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত চামড়ার মান অনেক সময় আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছায় না। যেসকল চামড়া উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাল মানের চামড়া রয়েছে, তাদের ১০০% রপ্তানি সার্টিফিকেট থাকায় চামড়া দেশে বিক্রিতে জটিলতা হতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে ঈদ মৌসুম ছাড়া সারা বছর পর্যাপ্ত চামড়া সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না; অনেক সময় রপ্তানিতে দ্রুত সময়ে নির্দিষ্ট জাত, আকার ও গুণমানের চামড়ার প্রয়োজন হয়, যা দেশীয়ভাবে সবসময় পাওয়া যায় না। এছাড়াও, বর্তমানে ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, অগ্রীমকর ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে, আমদানিকৃত চামড়ার খরচ দেশীয়ভাবে কেনা চামড়ার থেকে কম মূল্যে পাওয়া যেতে পারে যা বাংলাদেশে কাঁচা চামড়া আমদানির আরেকটি কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের চামড়ার সাপ্লাইচেইন এখনও একমুখী। এটি মূলত চামড়া বিক্রির ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে চামড়া তার প্রকৃত মূল্য হারাচ্ছে। কাঁচা চামড়ার বহুমুখী ব্যবহার, যেমন: কোলাজেন উৎপাদন, সার তৈরি, বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে এর ব্যবহার শুরু করা জরুরি। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীদের মতে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)কে আরও সক্রিয়ভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। তাদের মত অনুযায়ী, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের মানোন্নয়ন এবং কাঁচা চামড়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিএলআরআই-এর গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, পশুর স্বাস্থ্য, চামড়ার গুণগত মান, পশু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত ওষুধের প্রভাব, এবং চামড়ার বাই-প্রোডাক্টের (যেমন: জেলাটিন, কোলাজেন) উন্নত ব্যবহারে বিএলআরআই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) থেকে বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে যে, এই শিল্পের বাজার বছরের পর বছর ধরে প্রায় সম্প্রসারিত হয়নি। এই স্থবিরতার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে এই খাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। FGD-এর অংশগ্রহণকারীদের মতে, বেশ কিছু কাঠামোগত বাধা রয়েছে যা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের, বিশেষ করে বিদেশিদের, নিরুৎসাহিত করে। প্রথমত, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিসিক চামড়া শিল্প নগরীতে জমি কেনার অনুমতি নেই। এমনকি কিছু ট্যানারির কাছে অব্যবহৃত বা খালি প্লট থাকা সত্ত্বেও নীতিগত বা প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলো নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছে পুনরায় বরাদ্দ বা হস্তান্তর করা যায় না। দ্বিতীয়ত, চামড়া সহ সকল বৈদিশিক বিনিয়োগকারীর জন্য বিদ্যুৎ এবং গ্যাস এর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা নিয়ে বর্তমানে উদ্বেগ রয়েছে। এছাড়াও, শিল্পনগরীর ভেতরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP) এখনও পুরোপুরি কার্যকর নয়, যা পরিবেশগত সম্মতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি করছে এবং রপ্তানিমুখী ব্যবসার জন্য আরও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।

১০. উপসংহার ও সুপারিশমালা

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো পরিলক্ষিত হয়:

তথ্যের অসঙ্গতি ও দুর্বল পর্যবেক্ষণ: বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে গবাদিপশুর উৎপাদন ও কোরবানির সংখ্যার সরকারি ও অন্যান্য উৎসের তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি রয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্যের অভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। চামড়ার প্রবাহ ও সরবরাহ পর্যবেক্ষণে দুর্বলতার কারণে বাজারে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে অংশীজনরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই দুর্বলতার কারণে জাতীয় সম্পদের অপচয় বাড়ছে এবং শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এলএসডি-এর প্রভাব: বর্তমানে ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) বাংলাদেশের গরুদের মধ্যে ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছে, যা চামড়ার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যদিও এলএসডি-এর কারণে গরুর মৃত্যুহার কম, তবুও চামড়ার মান নষ্ট হওয়ায় চামড়া ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যা চামড়া শিল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

চামড়ার মানের অবনতি: স্টেকহোল্ডারদের মতে, গরুর চামড়ার মান ক্রমবর্ধমানভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যদিও চামড়ার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে ভালো মানের (এ থেকে ডি গ্রেড) চামড়ার পরিমাণ কমে গেছে, যা শিল্পে গুণগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

দক্ষ কসাইয়ের অভাব: বাংলাদেশে ঈদ-উল-আযহার সময়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পেশাদার কসাইয়ের তীব্র অভাব রয়েছে, যা চামড়ার গুণগত মানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। সিপিডি চামড়া জরিপ, ২০২৫, অনুযায়ী, মাত্র ৪.৮% গরু পেশাদার কসাই দ্বারা নিরাপদ ও সঠিক পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে।

অপর্যাপ্ত স্লটারহাউজ: দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় পর্যাপ্ত ও কার্যকর স্লটারহাউজের অভাব রয়েছে, যা ঈদ মৌসুমে চাহিদা পূরণে অক্ষম। এটি চামড়ার সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

চামড়া সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকায় পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ বা উপযুক্ত চামড়া সংরক্ষণাগার এখনও তৈরি হয়নি। এর ফলে, সংগ্রহের পর কাঁচা চামড়া সঠিকভাবে লবণ না দিয়ে অনেক লম্বা সময় খোলা জায়গায় রাখা হচ্ছে, যা পচনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং চামড়ার গুণগত মান নষ্ট করছে।

লবণ প্রয়োগে বিলম্ব: সঠিক সময়ে লবণ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। অনেক মাদ্রাসা ও ব্যবসায়ী লবণ ছাড়াই চামড়া বিক্রি করছেন। লবণ দেওয়া শ্রমসাধ্য হওয়ায় কোরবানিদাতারা অনিচ্ছুক, ফলে ব্যাপারী ও আড়তদারদের ওপর নির্ভরতা বাড়ে। তবে চামড়া তাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয় এবং ট্যানারিতে লবণ প্রয়োগেও বিলম্ব হয়, যা চামড়াকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হাট ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা: অপর্যাপ্ত হাট ব্যবস্থাপনার কারণে ২০২৫ সালের কোরবানির সময় পশুদের দীর্ঘক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল জায়গায় পড়ে আঘাত পেয়েছে এবং অতিরিক্ত গাদাগাদির ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে, যা চামড়ার গুণগত মান কমিয়েছে। অনেক হাটে ছাউনি ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে পশুরা পড়ে গিয়ে চামড়ায় দাগ ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

নিম্নমানের চামড়ার বৃদ্ধি: চামড়ার মান হ্রাসের কারণে নিম্নমানের চামড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাজারে প্রতি বর্গফুটে ৪৩% কম দামে বিক্রি হয়েছে। এটি চামড়া শিল্পের সামগ্রিক আয়কে প্রভাবিত করছে।

মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থতা: সরকার নির্ধারিত কাঁচা চামড়ার মূল্য ২০২৫ সালের ঈদে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, যা বাজারের অস্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে এবং অংশীজনদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। সরকার লবণযুক্ত চামড়ার দাম নির্ধারিত করে দিলেও হলেও ঈদের মৌসুমে চামড়ার সাপ্লাই চেইন মূলত প্রভাব বিস্তার করেছে কাঁচা চামড়ার উপর।

ছাগলের চামড়ার দূরাবস্থা: বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এই ঈদেও ছাগলের চামড়ার ব্যাপক মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং প্রচুর ছাগলের চামড়া ফেলে দিতে হয়েছে।

একমুখী কাঁচা চামড়া শিল্প: বাংলাদেশের চামড়ার সাপ্লাইচেইন এখনও একমুখী। এটি মূলত চামড়া বিক্রির ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে চামড়া তার প্রকৃত মূল্য হারাচ্ছে।

বৈশ্বিক চাহিদা ও কৃত্রিম চামড়ার প্রভাব: বৈশ্বিকভাবে কাঁচা চামড়ার চাহিদা কমছে, তবে কৃত্রিম চামড়ার চাহিদা বাড়ছে। তবে বিশ্বে চামড়াজাত পণ্যর চাহিদা এবং বাংলাদেশে চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ছে।

সুপারিশমালা

নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

স্বল্পমেয়াদি

১) এলএসডি (Lumpy Skin Disease) সম্পর্কে খামারিদের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে, যার ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) এর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং মিডিয়াকে যুক্ত করে পাড়া-মহল্লায় প্রচার, পোস্টার, রেডিও বার্তা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এলএসডি বিষয়ক সচেতনতা কেবল মাত্র কিভাবে এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ হবে সে বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কিভাবে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে গরুকে মুক্ত রাখা যায় সে বিষয়েও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য অধিদপ্তর, এনজিও, সম্প্রচার মাধ্যম (রেডিও ও টিভি)।

২) পশুখাদ্য সমূহে কোন ধরণের ক্রুটি কিংবা ভেজাল প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান চালানো উচিত, কারণ ভেজাল খাদ্য গরুর রোগ বাড়ায় ও চামড়ার মান নষ্ট করে। একই সাথে পশুখাদ্যের বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩) প্রান্তিক খামারিদের কাছে বর্তমান চামড়ার কম বাজারমূল্যের কারণে গরুকে চিকিৎসা এবং ভ্যাকসিন দেওয়াকে অর্থনৈতিকভাবে লোকসান মনে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভ্যাকসিনে ভর্তুকি অথবা বিনামূল্য ভ্যাকসিন বড় আকারে সরবারহ করতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪) ঈদ মৌসুমের আগে থেকেই কসাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করতে হবে। এনজিও, বেসরকারি খাতে সহায়তায় এই প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধি করা উচিত। এলাকা ভিত্তিক কোরবানির সংখ্যা প্রক্ষেপণ করে চাহিদা ভিত্তিক অর্থাৎ যেসব এলাকায় কোরবানি বেশি হয়, সেসব এলাকায় বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, এনজিও, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন এবং বেসরকারি খাত।

৫) প্রশিক্ষিত কসাইদের একটি আলাদা অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে তাদের এলাকা অনুযায়ী খুঁজে পাওয়া যাবে। সাধারণ কোরবানিদাতারা সহজেই স্বীকৃত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কসাইদের সেবা সরকার নির্ধারিত মূল্যে পেয়ে যাবেন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, আইসিটি মন্ত্রণালয়।

৬) সাময়িকভাবে ঈদের সময় ভ্রাম্যমাণ বা অস্থায়ী কসাইখানা (বড় কোন বাহনে যখানে জবাই করা এবং চামড়া ছড়ানোর যন্ত্র থাকবে) চালু করে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পশু কোরবানি এবং চামড়া ছড়ানোর সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এটি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি চামড়ার ক্ষতি কমাতে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে এনজিওদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এনজিওসমূহ।

৭) ঈদের মৌসুমে খোলা মাঠে ছাউনিযুক্ত, উঁচু ও পরিষ্কার অস্থায়ী সংরক্ষণ কেন্দ্র সংখ্যা বাড়াতে হবে। আধুনিক মান সম্পন্ন না হলেও অন্ততপক্ষে অনেক উচুতে ছাউনিযুক্ত, শুষ্ক, বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম খোলা জায়গা তৈরি করা উচিত যেখানে চামড়া সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৮) নিয়মিত ভাবে আবহাওয়ার পুর্বাভাস সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলো এবং গরুর হাটগুলোকে অবগত করা উচিত যাতে কোন বড় ধরণের বিরুপ আবহাওয়া এড়ানো যায়। এতে রোদ, বৃষ্টি ও আর্দ্রতা থেকে চামড়া বহুলাংশে রক্ষা পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আবহাওয়া অধিদপ্তর।

৯) চামড়ায় লবণ দেয়া একটি কষ্টসাধ্য কাজ যা অভিজ্ঞ লোক ছাড়া বাস্তবায়ন খুবই মুশকিল। তাই ঈদ মৌসুমে মোবাইল লবণ বিতরণ কেন্দ্র চালু করা যেতে পারে যাতে মাদ্রাসা প্রতিনিধি এবং মৌসুমি ব্যবসায়ীরা মোবাইল লবণ বিতরণ কেন্দ্রে গিয়ে স্থাপিত যন্ত্রের মাধ্যমে চামড়ায় লবণ লাগিয়ে আসতে পারেন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং এনজিও।

১০) কোরবানির মৌসুমে শ্রমিক সংকট দূর করতে স্থানীয় যুব সমাজ বা স্কাউটদের অস্থায়ীভাবে যুক্ত করে স্বল্প খরচে ‘চামড়া সহায়তা কর্মী’ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যারা কোরবানির স্থানে কিংবা মোবাইল লবণ বিতরণ কেন্দ্রে লবণ প্রয়োগের কাজ করবেন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং এনজিও।

১১) গরু হাটে প্রয়োজনীয় ছাউনিসহ ভালো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে চামড়ার ক্ষতি রোধ হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা।

১২) চামড়ার মূল্য নির্ধারণে লবণ সহ এবং লবণ ছাড়া উভয় ধরনের দাম রাখা উচিত। লবণ সহ চামড়ার দাম এতটা বেশি রাখা উচিত যেন তা চামড়ায় লবণ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহ তৈরি করে। এছাড়াও, চামড়ার কিছু সাধারণ মানের ওপর নির্ভর করে সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারিণ করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

১৩) বিগত বছরগুলোতে কাঁচা চামড়া (প্রসেসড ছাড়া) রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও, এই বছর ঈদে শেষ মুহূর্তে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল সরকার। শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তেমন কোন প্রভাব দেখা না গেলেও, এই ধরণের সিদ্ধান্ত কাঁচা চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি করে, দাম বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাঁচা চামড়া (প্রসেসড ছাড়া) রপ্তানির, অন্তত লবণসহ চামড়ার রপ্তানির সুযোগ দেয়া হলে, একদিকে যেমন চামড়া দাম বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বেশি দামের জন্য চামড়ার মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্টরা সচেতন হবেন। আবার, এর ফলে, কাঁচা চামড়া শিল্পে দেশি এবং বৈদিশিক বিনিয়োগ বাড়বে। তবে, এটি নিশ্চিত করা জরুরি যে কাঁচা চামড়া (প্রক্রিয়াজাতবিহীন) রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হলে তা যেন যথেষ্ট আগে ঘোষণা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে চামড়া রপ্তানির ব্যাপারে অবগত এবং প্রয়োজনমত সহায়তা করা হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

১৪) প্রাণী কল্যাণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, বিশেষ করে ঈদ মৌসুমে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা উচিত, যাতে পশুর উপর অবহেলা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিক্রি রোধ হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মধ্যমেয়াদি

১) ঈদ মৌসুমে কোরবানির সংখ্যা নিরূপণে স্থানীয় সরকারকে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একই সাথে বিসিককে ব্যবহার করে চামড়া শিল্পনগরীতে প্রবেশের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারকে দিয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় শুধু মাত্র গবাদিপশু এবং কোরবানির সংখ্যা নয়, আনুষাঙ্গিক সকল তথ্য (যেমন, প্রাণী স্বাস্থ্য, প্রজনন ইত্যাদি) সংগ্রহ করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিসিক, এবং বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

২) ভালো মানের কাঁচা চামড়া সরবরাহকারীদের অ-আর্থিক প্রণোদনা (যেমন বিনামূল্যে চামড়া পরিবহন সেবা, বিনামূল্যে চামড়ার সংরক্ষণ সুবিধা ইত্যাদি) দেয়া উচিত যাতে তারা মান ধরে রাখার প্রতি উৎসাহিত হন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৩) সরকারকে অবশ্যই ঢাকার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে ট্যানারির সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন ও সংরক্ষণের সুবিধা উন্নত করার পরিকল্পনা নিতে হবে, যেন সেসব এলাকায় চামড়ার দাম ও মান উন্নত হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৪) সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত চামড়া প্রস্তুতকারী কারখানাগুলোকে এলডব্লিউজি সার্টিফিকেশন দ্রুত অর্জনে সহায়তা করা, যাতে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বাংলাদেশি চামড়া ক্রয় করতে এবং অধিক দাম দিতে আগ্রহী হন। এক্ষেত্রে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, সেটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। সিপিডির ২০২২ সালের গবেষণার 'Investment in ESQ compliance to be LWG certified: costs, benefits and way forwards for Bangladeshi tannery industry' সুপারিশগুলোও আমলে নেওয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৫) কর ও ভ্যাট নীতিমালা সংশোধন করে দেশীয় চামড়ার বাজার প্রতিযোগিতামূলক করা প্রয়োজন, যাতে আমদানির চেয়ে দেশীয় চামড়া কেনা বেশি লাভজনক হয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমে আসে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয়।

৬) চামড়ার গুণগত মানের পতনের কারণ নিশ্চিতভাবে নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত গবেষণা। বিশেষ করে মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি, খাদ্যাভাস, ওষুধ ব্যবহারের প্রভাব ও সম্ভাব্য জিনগত কারণ বিশ্লেষণ জরুরি। এই কাজে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সহ বেসরকারি গবেষণা সংস্থাগুলোর সম্মিলিত গবেষণা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা।

৭) সরল ও সাশ্রয়ী ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা উচিত, যেখানে প্রত্যেক কোরবানির পশুর চামড়ার সঙ্গে একটি ইউনিক আইডি বা স্টিকার দেওয়া হবে। এটি চামড়ার উৎস থেকে শুরু করে ট্যানারি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের সুযোগ দেবে। এর ফলে চামড়ার মান ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে, কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না এবং বাজারে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: শিল্প মন্ত্রণালয়, লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

৮) কাঁচা চামড়া খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। আধুনিক হিমাগার, মানসম্পন্ন লবণ ও সংরক্ষণ সামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীদেরকে উৎসাহ দিতে কর ছাড়, সহজ ঋণ সুবিধা, এবং সরকারি সহায়তায় চামড়া সংগ্রহের অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৯) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্যে প্রায়শই বাস্তবতার সঙ্গে অমিল পাওয়া যায়, যা বিভ্রান্তি তৈরি করে। এজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর অধীনে প্রতি ৫ বছর পর পর স্বাধীনভাবে গবাদিপশুর সংখ্যা জন্য প্রাণিসম্পদ শুমারি (সেনসাস) পরিচালনা করা উচিত। এছাড়াও, নিয়মিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১০) বিদ্যমান লেদার ইন্সটিটিউটগুলোর পাঠ্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হালনাগাদ করা উচিত। পাঠ্যক্রমে বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া বৈচিত্রিকরণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, লেদার ডিজাইন ও উৎপাদন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য চামড়া খাতে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উদ্যোক্তাদের সাথে লেদার ইনসিটিউটগুলো যৌথভাবে ল্যাব, ইনোভেশন সেল গড়ে তুলতে পারে। তবে সরকারকে এধরনের উদ্যেগের অধীনে করা গবেষণার সাফল্যের নির্ভর করে গবেষক ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প এবং বানিজ্য মন্ত্রণালয়।

দীর্ঘমেয়াদি

১) দীর্ঘমেয়াদে এলএসডি সহ অন্যান্য রোগ মোকাবেলায় প্রতিরোধী গরুর জাত উদ্ভাবন এবং কম খরচে কার্যকর চিকিৎসার বিকল্প প্রয়োজন। বিএলআরআই ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে, যেখানে বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২) যদি চামড়ার গুনমান পতনে জিনগত বৈশিষ্ট্য সত্যিই ভূমিকা রেখে থাকে, তাহলে ভালো মানের চামড়া উৎপাদনকারী জাতগুলোকে শনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণ ও প্রজনন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগে জাত উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রাণিসম্পদ গবেষণা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩) সরকারকে বিসিক চামড়া শিল্প নগরীর মধ্যে বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি ক্রয় এবং প্লট বরাদ্দে নীতিগত সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। খালি জায়গাগুলোতে কিভাবে অন্য বিনিয়োগকারীদের

কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে প্লট মালিকের সাথে চামড়ার এ্যাসোসিয়েশনগুলো এবং সরকার একসাথে বসে সিদ্ধান্তে আসা উচিত। এ্যাসোসিয়েশনগুলোকে বিদেশি বিনিয়োগকারি কে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুবিধা প্রদান করা উচিত ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

৪) বাংলাদেশ চামড়ার পণ্য ঝুড়ি আরো বৈচিত্রময় করার উদ্যোগ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, চামড়া থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন বা কোলাজেন ফুড প্রসেসিংয়ে উচ্চমানের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কাঁচা চামড়া সাফাই করে কেমিক্যাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিলেটিন তৈরি হয়, যা খাবার জেলি, মিষ্টান্ন, ক্যান্ডি, দুধজাত পণ্য, ওষুধের ক্যাপসুল, ফটোগ্রাফি, কসমেটিক পণ্য ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, উন্নত দেশগুলো পশু জবাইয়ের সময় রক্ত সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াজাত করে মৎস্য ও পশুখাদ্য কিংবা জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে, ফলে অপচয় রোধের পাশাপাশি পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

৫) পুরো কাঁচা চামড়ার সরবারহ চেইনকে আনুষ্ঠানিক খাত ভুক্ত করা উচিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো, যেমন আধুনিক স্লটার হাউজ, কোল্ড স্টোরেজ, চামড়া পরিবহনের আধুনিক বাহন ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহার করে চামড়া ছাড়ানো, সংরক্ষণ, ক্রয় এবং বিক্রয় বাধ্যতামূলক করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন।

তথ্যসূত্র

Akter, S. (2010, November 21). Rawhide battle heats up. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/news-detail-163012

Alam, H. (2024, June 15). Dhaka's unused slaughterhouses. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/dhakas-unused-slaughterhouses-3634926

Department of Livestock Services, Bangladesh. (2024). *Livestock Economy at a Glance (2023 24)* [PDF]. https://dls.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dls.portal.gov.bd/page/ee5f4621_fa3a_40ac_8bd9_898fb8ee4700/2024-08-13-10-26-93cb11d540e3f853de9848587fa3c81e.pdf

Dhaka Tribune. (2013). Rawhide price set at Tk85-90 per square foot for Dhaka. *Dhaka Tribune*. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/40685/rawhide-price-set-at-tk85-90-per-square-foot-for

Dhaka Tribune. (2014). Rawhide prices lowered by 16%. *Dhaka Tribune*. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/81743/rawhide-prices-lowered-by-16%25

Khan, S. A. (2022, July 8). Why is the butcher's salary so high? *News Bangla 24*. https://www.newsbangla24.com/news/198666/Why-is-the-butchers-salary-so-high

Moazzem, K. G., & Jebunnesa. (2024). *Occupational Safety and Health (OSH) in the tannery sector: Case study on Savar BSCIC Tannery Estate* (CPD Report No. 64). Centre for Policy Dialogue (CPD) & Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bangladesh. https://cpd.org.bd/publication/occupational-safety-and-health-osh-in-the-tannery-sector-case-study-on-savar-bscic-tannery-estate

Mohammad, N. (2013), *চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ* Published Bangla in 2013

Molin, M. M. A. (2025, May 30). Can Bangladesh's leather industry rise from crisis to global glory? *The Daily Observer*. https://www.observerbd.com/news/527924

Prothom Alo. (2025, June 19). কোরবানিতে পশু জবাই কমেছে ১০ লাখের বেশি. *Prothom Alo*. https://www.prothomalo.com/bangladesh/ktd8ax0vtv

Report, S. D. (2021, July 22). Rawhide traded at lower prices than govt's fixed rate. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/rawhide-traded-lower-prices-govts-fixed-rate-2135216

Report, S. O. (2019, August 6). Govt fixes rawhide price for sacrificial animals. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/country/govt-fixes-rawhide-price-sacrificial-animals-during-eid-ul-azha-2019-1782628

Saha, S. (2011, November 10). 80 lakh animals sacrificed. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/news-detail-209551

Uddin, M. (2012, October 26). Hide traders dreading a dismal Eid. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/news-detail-255306

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। কিন্তু প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহায় সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ কাঁচা চামড়া অদক্ষ জবাই, সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা এবং বাজারে অস্বচ্ছ কার্যক্রমের কারণে প্রকৃত মূল্য হারায়। এই গবেষণায় গবাদিপশু পালন থেকে শুরু করে জবাই, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ট্যানারি পর্যন্ত পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের তথ্য ও অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণাটি তুলে ধরেছে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব এবং বাজার ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা চামড়ার গুণগত মান ও দামে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ ও নীতিগত সুপারিশ সম্বলিত এই প্রতিবেদনটি নীতি-নির্ধারক, শিল্পখাতের অংশীজন ও উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য অপরিহার্য, যারা বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও টেকসই করতে আগ্রহী।

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), বাড়ি ৪০/সি,
সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd